Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা সিদ্দিকা সুমি

রোলঃ 227021944

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা সিদ্দিকা সুমি

রোলঃ 227021944

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়েশা সিদ্দিকা সুমি, আইডিঃ 227021944 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আয়েশা সিদ্দিকা সুমি

আইডিঃ 227021944

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

গীবতের পরিচয় 2

ইসলামের পরিভাষায় গীবত 2

গীবতের প্রকারভেদ 3

বংশের গীবত 8

ইবাদতের গীবত 9

গুনাহের গীবত 10

সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত 11

মুখের গীবত 12

কানের গীবত 12

অন্তরের গীবত 12

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত 13

লেখনীর মাধ্যমে গীবত 13

গীবতের কারণ 14

সাধারণ মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট আটটি কারণ 14

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত সংশ্লিষ্ট তিনটি কারণ 17

গীবতের প্রতিকার 19

গীবতের বৈধ পন্থা 28

গীবতের অপকারিতা ও তার পরিণতি 37

গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার নামান্তর 45

গীবতের পরিণতি বুঝাতে একটি শিক্ষণীয় স্বপ্ন 46

হারাম খাবারের অন্ধকার দিক 47

গীবত ত্যাগের উপকারিতা 50

গীবত পরিহার ইবাদাতের চেয়ে উত্তম 52

সহায়ক গ্রন্থ.. 60

ভূমিকা

ইমাম নববি রহ, জবান সম্পর্কিত গুনাহসমূহের একটি তালিকা করেছেন। সেই তালিকার মাঝে তিনি সর্বপ্রথম গীবতের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা জবান সম্পর্কিত গুনাহসমূহের মধ্যে এটির ব্যাপকতাই সবচেয়ে বেশি। এটি এমন এক ব্যাধি; যা আমাদের প্রতিটি আসরে, প্রতিটি মজলিশে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। কোনো আড্ডা আজ এই গীবত থেকে মুক্ত নয়। কোনো আলাপচারিতা আজ গীবতের জঞ্জাল থেকে পবিত্র নয়। অথচ নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গীবত সম্পর্কে কঠিন শাস্তির ধমকি দিয়েছেন। কুরআনুল কারিম গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে যেই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছে; অন্য কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে ততটা রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করেনি।

সেমতে কুরআনুল কারিম ইরশাদ করেছে

وَلا يَغْلَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِب ُ◌ّ◌أَعد له أن يألف لهم أجيو مينا فكر مالكرة

তোমরা একে অন্যের গীবত করো না। (কেননা গীবত এতটাই নিকৃষ্টতম কাজ যে, এটি নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার নামান্তর)। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে? যাকে তোমরা খুবই অপ্রিয় মনে করে থাকো।

কাজেই তোমরা যখন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে খুবই অপ্রিয় মনে করো, তাহলে এখন থেকে গীবত করাকেও তেমনি খারাপ মনে করতে শুরু করো। লক্ষ করে দেখুন, এখানে কীভাবে গীবতের মন্দত্ব তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের গোশত খাওয়া তথা আদমখোর হওয়াটা সত্তাগত বিচারে খুবই জঘন্য বিষয়। উপরন্তু সেটি যদি নিজের ভাইয়ের গোশত খাওয়া, তাও আবার মৃত ভাইয়ের, তাহলে সেটি কতটা জঘন্যতার পরিচায়ক। কাজেই নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া যেমন একটি চরম ধিকৃত ও বিকৃত অপরাধ; তদ্রুপ গীবতও একটি জঘন্য ও ধিকৃত অপরাধ।

গীবতের পরিচয়

গিবত আরবি শব্দ। এর অর্থ পরনিন্দা, পরচর্চা, অসাক্ষাতে দুর্নাম করা, সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা, কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি।

ইসলামের পরিভাষায় গীবত

কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের নিকট এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গিবত বলে।

প্রচলিত অর্থে গীবতঃ
অসাক্ষাতে কারও দোষ বলাকে গিবত বলা হয়।

পরিশেষে বলা যায়,কোন ব্যক্তির আড়ালে কারো নিন্দা বর্ণনা করলে সে বিষয়টি তার মাঝে বাস্তবে থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে।যদি বাস্তবে ঐ লোকটার মাঝে সেই দোষ ক্রটি থাকে তাহলে তাকে গীবত বলে। আর যদি সেই মন্দ বিষয়টি তার মাঝে না থেকে থাকে; বরং তুমি নিজ থেকে বানিয়ে বলে থাকো, তাহলে তা শুধু গীবতই হবে না; বরং সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা অপবাদও হবে। যার কারণে তোমার দ্বিগুণ গুনাহ হবে।'

পবিত্র কোরআনে গীবতের নিন্দা করিয়া উহাকে আপন ভ্রাতার গোশত ভক্ষণের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। এরশাদ হইয়াছে-
أيُحِب ُّ أَحَدُكُم أَن ْيَأْكُل َلَحْم َأَخِيه ِمَيْتًا وَلَا يَغْتَب ْبَعْضُكُم بَعْضًا * أَيُحِب (ُّ
فكرهتموه*

অর্থঃ "তোমাদের কেহ যেন কাহারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেহ কি তাহার মৃত ভ্রাতার গোশত খাওয়া পছন্দ করিবে?" সূরা হুজুরাত আঃ ১২
রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন
-كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه

অর্থঃ "প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মানে হস্তক্ষেপ হারাম করা হইয়াছে।" (মুসলিম)

 অন্য হাদীসে এরশাদ হইয়াছেঃ "তোমরা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করিও না। একে অপরের গীবত করিও না এবং আল্লাহর বান্দাগণ ভাই ভাই হইয়া থাক।" (বোখারী, মুসলিম)y

গীবতের প্রকারভেদ

গীবত প্রধানত তিন প্রকার। যথাঃ-

(১). মুসলমানদেরকে গীবত

(২).অমুসলিমদের গীবত

(৩).কাফেরদের গীবত

(১).মুসলমানদের গীবতঃ

মুসলমানের গীবত করা। এটা অকাট্যভাবে হারাম। মহান আল্লাহর বাণী:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعضًا حِبُّ اَحَدُكُمْ أَن يَأْكُل

- يَأْكُلَ لَحْمَ احب مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

. "তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করো? তোমরা তা ঘৃণা করো।" (সূরা হুজুরাত: ১২)

অত্র আয়াতে মুসলমানদের একে অপরের গীবত করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। কারণ কুম সর্বনাম 'মুমিন' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোন মুসলমান অপর মুসলমানের গীবত করবে না।

(২).অমুসলিমদের গীবত

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকের (যিম্মীর) গীবত করা ও হারাম। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর ক্ষেত্রে সে মুসলমানের সমমর্যাদাসম্পন্ন। অতএব মুসলমানের মতই তাদের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুতে হস্তক্ষেপ করা হারাম।

(৩).কাফেরদের গীবত

ফিক্ হ -এর গ্রন্থাবলি থেকে জানা যায় যে, অমুসলিম শত্রুর গীবত করা বৈধ। ইমাম রাযী (র) তাঁর তাফসীরে কবীর শীর্ষক গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেরের গীবত করা বৈধ। সম্ভবত তিনি কাফের বলতে যুদ্ধরত শত্রু কাফেরকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তাআলই সর্বাধিক অবগত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গীবত দু'ভাগে বিভক্ত।

জীবিত ব্যক্তির গীবত করা এবং মৃত ব্যক্তির গীবত করা। জীবিতদের গীবত করা যেমন হারাম, তদ্রূপ মৃতদের গালি দেয়া, তাদের মন্দ বলা, তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা এবং গীবত করা সবই হারাম, তারা জীবদ্দশায় পাপকর্মে লিপ্ত থাকলেও।

এ ব্যাপারে মহানবী (স.) অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছেন:

إِذا مَات َأَحَدُكُم ْفَدَعُوه ُوَلَا تَقَعُوا فِيه. ِ

"তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও এবং তার গীবত করো না।" (আবু দাউদ, কিতাবুল রিররি ওয়াস-সিলাহ

لَا تَسُبُّو

ا الْأَمْوَات َفَإِنَّهُم ْأَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا .

'তোমার মৃতদের গালি দিও না, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পাওয়ার স্থানে পৌঁছে গেছে।"

ماذكروا محامِن َمُوْتَاكُم ْوَكُلُوا مِن مَسَاوِيهِم. ْ

"তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সদগুণাবলী আলোচনা করো এবং কাদের দুর্নাম থেকে বিরত থাক। (আবু দাউদ)

হাদীসের বাণী ছাড়াও আমাদের বুদ্ধি-বিবেকও বলে যে, মৃতদের গীবত করা বৈধ নয়। এর ৩টি কারণ রয়েছে।

ক) মৃত ব্যক্তি জীবিতদের গীবত করতে অক্ষম। অতএব জীবিতদেরও মৃতের গীবত করা ও তাদের কষ্ট দেয়া উচিত নয়।

হযরত আবু দারদা (রা.) প্রায়ই কবরস্থানে যেতেন এবং কবরের পাশে বসতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এমন লোকের নিকটে বসি যারা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমি চলে এলে তারা আমার গীবত করে না। কিন্তু জীবিতদের অবস্থা এর বিপরীত। (ইহয়াউ উলুমিদ-দীন, কিতাবুল আমওয়াত)

খ) মৃতদের দ্বারা জীবিতরা উপকৃত হতে পারে। যেমন তাদের কথা স্মরণ করলে এবং তাদের কবরের নিকট গেলে আখেরাতের জীবনের কথা মনে পড়ে এবং পার্থিব জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে হয়। অতএব জীবিতদের উচিত মৃতদের জন্য দোয়া করা এবং তাদের নেক

কাজের প্রতিদান দেয়া। অর্থাৎ মৃতরা যেমন নির্বাক হয়ে আছে, জীবিতদেরও তেমনি তাদের দোষ চর্চার ক্ষেত্রে নির্বাক হতে হবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

হযরত আলী (রা.)-এর নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি প্রায়ই কবরস্থানে যান কেন? তিনি বলেন, কবরবাসীরা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এভাবে আমাদের উপকার করে। তারা আমাদের দুর্নাম করে না। তাই আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি এবং প্রায়ই কবরস্থানে যাই। (ইহয়াউ উলুমিদ-দীন)

গ) মৃতদের দোষচর্চা করলে জীবিতরা কষ্ট পায়, অর্থাৎ মৃতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খীরা অসন্তুষ্ট হয়।

আমার পিতা একদিনআমাকে বলেন, এক ব্যক্তি প্রায়ই সূরা 'তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব পাঠ মতো। আবু লাহাব কাফের হলেও সে ছিল মহানবী (স.)-এর চাচা। এ সূরায় আল্লাহ তাআলা আবু লাহাবের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তার করুণ বিবৃতির কথা বলেছেন। এ ব্যক্তির সব সময় উপরোক্ত সূরা পাঠ এবং কথায় কথায় আবু লাহাবের দোষচর্চা করাটা মহানবী (স.) পছন্দ করলেন না। তিনি বললেনঃ হে ব্যক্তি। এ সূরা ব্যতীত অন্য কোন সূরা কি তোমার মুখস্থ নেই।

মহানবী (স.) বলেন:

لَا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُم إِلَّا بِخَيْر فَإِنَّهُم إِن يَكُونُوا مِن أَهْل الْجَنَّة تَاشَمُوا وَإِن يَكُونُوا مِن أَهْل النَّار فَحَسْبُهُم لَا مِن أَهْل النَّار فَحَسْبُهُم كَا فِيه

"তোমরা তোমাদের মৃতদের উত্তম গুণাবলীসহ স্মরণ করো। কারণ তারা জান্নাতী হয়ে থাকলে তোমরা তাদের গীবত করে গুনাহগার হবে, আর তারা রা দোযখী হলে এটাই (দোযখের শাস্তি) তাদের জন্য যথেষ্ট।" (ইহয়াউ উলুমিদ-দীন

এছাড়া আরও অনেক ধরনের গীবত আছে তা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

দৈহিক কাঠামোর গীবত

কোন ব্যক্তিকে খাটো বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই তার দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে গীবত করা হারাম। যেমন এভাবে বলা যায় যে, অমুক ব্যক্তি খুবই স্থূলদেহী বা বেঁটে, তার নাক লম্বা, চোখ খুবই ছোট অথবা খুবই কুৎসিত, কানে শোনে না, চোখে দেখে না, তার নাক কাটা। এভাবে কারো দৈহিক ত্রুটি বর্ণনা করা তাকে অপমান করার জন্য-গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেনঃ

أن يَعْتَاب الْمُؤْمِن شَي كَمَا حَرَّم حرم الميتة .حرم الله

"আল্লাহ তাআলা মুমিন ব্যক্তির যে কোন প্রকারের গীবত করা হারাম ঘোষণা ■ করেছেন, যেরূপ তিনি মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম করেছেন।" (ইবনে জারীরের বরাতে সুয়ূতীর দুররুল মানছুর)

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে ফেলেন যে, সে খুবই কালো। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তার গীবত করে ফেলেছি তাই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (মোল্লা আলী কারীর পারছ আইনিল ইলম) –
একদা হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি কি সাফিয়ার বেঁটে হওয়াটা অপছন্দ করেন না? তিনি বললেন: আয়েশা! তুমি এমন একটি কথা বললে যা নদীর পানির সাথে মিশিয়ে দিলে তার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। (আবু দাউদ, বাবুল গীবাত)

মহানবী (স.)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.) বেঁটে ছিলেন, তাঁর অপরাপর স্ত্রী এজন্য হাসিঠাট্টা শুরু করেন দেন। এ প্রেক্ষিতে

قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا من وم الَّذِينَ آمَنُوا لا بابها نسَاء عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ .خَيْرًا مِّنْهُمْ -

"হে ঈমানদারগণ। না পুরুষ লোকেরা অপর পুরুষ লোকদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় ভালো। আর না মহিলারা অপর মহিলাদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় ভালো। (সূরা হুজুরাত। ১১

মুআবিয়া ইবনে কারইয়া (রহ.) বলেন, যদি তোমার সামনে দিয়ে কোন হাতকাটা লোক অতিক্রম করে এবং তুমি বলো, তার হাত কাটা, তবে এটাও গীবত হয়ে যাবে। (সূয়ুতীর দুররুল মানছুর আবন্দ ইবনে হুমাইদের বর্ণনা)

একদা ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) এক ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত খেতে যান। খাবার গ্রহণের জন্য বসে গেলে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক বললো, সে এখনও এসে পৌছেনি। এক ব্যক্তি বললো, সে স্থূলদেহী, তাই আসতে বিলম্ব করছে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) এ গীবত শুনে উঠে চলে গেলেন এবং নিজ দেহকে লক্ষ্য করে বলেন, তোর কারণেই আমাকে গীবত শুনতে হলো। কারণ তোর ক্ষুতপিপাসা না থাকলে আমার দাওয়াত খেতে যাওয়ার গীবত শোনার দুর্ভাগ্য হতো না। অতঃপর তিনি একাধারে তিনি দিন পানাহার। করেননি। তাম্বীহুল গাফিলীন গ্রন্থে গীবত অধ্যায়ে ফকীহ আবুল লাইছ উক্ত ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) আহারের মজলিস থেকে এজন্য চলে গেলেন যে, যে মজলিসে গীবতচর্চা হয় সেখানে আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ। যেমন কোনো মজলিসে নাচ-গান হলে সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। তাতারখানিয়া গ্রন্থে এ মাসআলা বর্ণিত হয়েছে এবং রুদ্দুল মুহতার গ্রন্থের পানাহার শীর্ষক অধ্যায়ে তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কোথাও দাওয়াতে যাওয়ার পূর্বে যদি জানা যায় যে, যেখানে গীবতচর্চা হবে তবে সেখানে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সে তথায় গেলে গীবতচর্চা বন্ধ হবে তাহলে অবশ্যই তার সেখানে যাওয়া উচিত। কেউ কোন মসলিসে গিয়ে গীবতচর্চা হতে দেখলে লোকদের তা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা তার কর্তব্য। এতে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে মজলিস ত্যাগ করবে, তাও সম্ভব না হলে নিজে গীবতচর্চায় অংশগ্রহণ করবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কারো দেহের কোন ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত এবং হারাম। প্রতিটি দৈহিক কাঠামো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। কষ্টকে সুন্দর, কেউকে কুৎসিত, দৈহিক ত্রুটিসহ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক যক্তিরই কিছু না কিছু দৈহিক ত্রুটি রয়েছে।

পোশাকের গীবত

পোশাকের গীবত :যেমন বলা, অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ, তাই কৃপণের পোশাক পরিধান করে। অমুক ব্যক্তি হারাম পোশাক পরে, সে বদমায়েশদের মত পোশাক পরে, তার জামা পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত লম্বা, অমুক নারী আভরণীয় অঙ্গ বের করে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে ইত্যাদি।

একদা আয়েশা (রা.) বলেন, অমুক স্ত্রীলোকের আচল খুব লম্বা। রাসূলুল্লাহ (স.) একথা শুনে বলেনঃ হে আয়েশা। তুমি তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা কর্তব্য। আয়েশা (রা.) বলেন, আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়ে আসে। (কিতাবুত তারগীর ওয়াত তারহীব)

পূর্বকালের কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে তুমি যদি বলো, অমুক ব্যক্তির পরিধেয় বস্তু খুবই সংকীর্ণ অথবা খুবই লম্বা তাহলে এটাও তার গীবত হবে।" (ফকীহ আবুল লাইসের গ্রন্থের গীবত অনুচ্ছেদ)

বংশের গীবত

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক গোত্র বা অমুক শহরের বাসিন্দাদের বংশ ভালো নয়। কারণ তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিল নিচ ও ইতর অথবা তাদের বংশতালিকা অজ্ঞাত, এটা গীবত হবে।

মহানবী (স.) বলেনঃ لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالدِّيْنِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ .
"দ্বীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" (আবদুর রহমান আশা-শারানী, কাশফুল গুম্মাহ আন আওয়ালিল উম্মাহ, বাবু তাহরীম ইহতিকারিন নাস)।

অতএব নিজেকে শরীফ বলে জাহির করা এবং অপরের বংশের ত্রুটি নির্দেশ করা বৈধ নয়।

অভ্যাস ও আচার-আচরণের গীবত

কোন ব্যক্তির অভ্যাসের গীবত করা, যেমন সে কাপুরুষ, অত্যন্ত ভীরু, দুর্বল, অলস, পেটুক, কর্মবিমুখ, উঠাবসা ও চলাফেরায় ভদ্রতার পরিচয় দেয় না, পরিণাম ফলের কথা চিন্তা করে না, একেবারে নির্বোধ, স্ত্রীর কথায় উঠে বসে, মানুষকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি।

আরবদের মধ্যে পরস্পরের খেদমত করার একটি উত্তম রীতি প্রচলিত ছিল। এক সফরে হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর সাথে এক দরিদ্র খাদেম ছিল, সে সব সময় তাদের খেদমত করতো। গন্তব্যে পৌঁছে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর সেও ঘুমিয়ে পড়লো তাদের উভয়ের জন্য খাবার তৈরি না করে। তাঁরা উভয় জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, এ ব্যাটা খুব ঘুমায়। তাঁরা তাকে ঘুম থেকে তুলে মহানবী (স.)-এর নিকট পাঠালেন, তাঁর নিকট আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল। আবু বক্কর ও উমর (রা.) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং কিছু খাবার চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: তারা উভয়ে আহার করেছে এবং তৃপ্ত হয়েছে। তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল। আমরা আজ কি খেয়েছি? তিনি বললেন: তোমরা আজ ঐ খাদেমের গোশত খেয়েছ এবং আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা উভয়ে এ কথা শুনে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমাদের ত্রুটি মাফ করুন এবং আল্লাহর দরবাতে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: আল্লাহর ক্ষমাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না, খাদেম যেন তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। (দিয়া আল-মুকাদ্দাসীর বরাতে আদ-দুররুল মানচুর।

কোন সাহাবী এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, সে খুব দুর্বল। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: তুমি তার গীবত করেছো এবং তার গোশত খেয়েছ!

একদিন এক সাহাবী এক ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক বলেন, সে এক আজব লোক। কেউ তাকে খাদ্য দিলে সে সব খেয়ে ফেলে। কেউ বাহন দিলে তাতে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে আয়-উপার্জন করেনা। মহানবী (স.) বললেন। তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। কারো ত্রুটি ধরাও কি গীবত? তিনি উত্তর দিলেন। বাস্তবিকপক্ষে কারো ত্রুটি নির্দেশ করা গীবতের জন্য যথেষ্ট। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)

এক সফরে আবু বকর ও উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা মহানবী (স.)-এর নিকট গোশত খেতে চাইলে তিনি বলেন পাঠান। তোমরা কি তোমাদের মুসলিম ভাইদের গোশত তৃপ্তি সহকারে আহার করোনি। তাঁরা বলেন,হে আল্লাহর রাসূল। আজ আমাদের ভাগ্যে কারো গোশত জুটেনি। তিনি বলেন। তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছে, আর কারো গীবত করা তার দেহের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। তাঁরা উভয়ে বলেন, আমরা তো শুধু এতটুকু বলেছি যে, লোকটি পূর্বল, আমাদের খেদমত করতে পারে না। মহানবী (স.) বললেন: এটাও বলো ননা, কারো ক্ষুদ্র ত্রুটিও বর্ণনা করো না। (তিরমিযীর নাওয়াদিরুল উসুল এবং সুযুথীর আদ-দুররুল মানছুর)

একদা সালমান ফারসী (রা.) আহার করে শুয়ে পড়েন। দুই ব্যক্তি তাঁর খাওয়া শোয়ার সমালোচনা করলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

وَلَا يَغْتَب ْبَعْضُكُم ْبَعْضًا.

- মরা পরস্পরের গীবত করো না।"

ইবাদতের গীবত

ইবাদতের ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন অমুক ব্যক্তি উত্তমরূপে নামায পড়ে না অথবা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না অথবা নফল নামায পড়ে না অথবা রমযানের সবগুলো রোযা রাখে না অথবা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ে ইত্যাদি।

তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কতক লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদী (র) তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন, এ লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়তো তবে কতই না ভালো হত। সাদীর পিতা একথা শুনে বললেন, কতই না ভালো হত যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মত ঘুমিয়ে থাকতে। তাহলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপাত না।

এক ব্যক্তি কারো গীবত করলো এবং বললো, আমি আল্লাহর জন্য অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানতে পেরে মহানবী (স.)-এর দরবারে হাযির হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করেছে এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তাকে ডাকুন এবং আমার প্রতি ইনসাফ করুন। মহানবী (স.) তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো? সে বললো, আমি তার প্রতিবেশি। সে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ব্যতীত অন্যকোন নামায পড়ে না, রমযানের রোযা ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখে না এবং যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত দান-খয়রাত করে না। তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। তার বক্তব্য শেষ হলে অপর ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল। তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি ফরয দায়িত্ব আদায় করতে কোনরূপ ত্রুটি করি? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, না সে ফরয দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে না এবং তা যথারীতি পালন করে। কিন্তু যেহেতু সে নফল ইবাদতসমূহ করে না, তাই তার প্রতি আমার মন বিরক্ত। মহানবী (স.) তাকে বললেন: খুব সম্ভব পরিশেষে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে। অতএব তার গীবত করা এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তোমার জন্য সমীচীন নয়। (ইয়াইয়াউ উলুমিদ-দীন)

গুনাহের গীবত

অমুক ব্যক্তি যেনা করেছে, গীবত করেছে অথবা তার অন্তর বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, তার মিথ্যা বলার বহুল অভ্যাস আছে, সে তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, অমুক ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্ত, সে চোর ইত্যাদি।

হযরত উমর ফারুক (রা.) বলেন:

كَفَى مِن الْغَي بِالْمُؤْمِن ثَلَاث يَعِيب عَلَى النَّاس بِمَا يَأْتِي به وَيُبْصِر مِن
عُيُوب النَّاس بِمَا لَا يُبْصُر مِن نَّفْسِه وَيُؤْذِي جَلِيسَة فِي مَا لَا يَعْنِيه .

"মুমিন ব্যক্তির পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসই যথেষ্ট।

(১) নিজে যে অপকর্মে লিপ্ত আছে অপরকে সে অপকর্মে লিপ্ত দেখলে তার সমালোচনা করে।

(২) অন্যের দোষ দেখে বেড়ায়, অথচ নিজের মধ্যকার দোষ সম্পর্কে অন্ধ।

(৩) নিজের প্রতিবেশি বা সহচরকে অযথা কষ্ট দেয়, হয়রানী করে।" 2 (আবুল লাইস আস-সামারকান্দী বাবুল গীবত-এ উদ্ধৃত করেছেন।)

সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত

সুস্পষ্ট বাক্যে সরাসরি গীবত হতে পারে এবং অভিনয়ের মাধ্যমেও গীবতের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। সরাসরি: যেমন কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক তার দোষত্রুটি বর্ণনা করা। অভিনয়ের মাধ্যমে। যেমন অন্ধ, বোবা ইত্যাদি সেজে অভিনয় করে তাদের দোষত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করা অথবা সমালোচনার উদ্দেশে আরো চালচলন, কথন, পোশাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদি নকল করে অভিনয় করা। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:

- مَا أُحَب ُ◌◌ّأَنِّي حَكَيْت ُ◌أَحَدًا وَإِن َ◌◌ّلِي كَذَا وَكَذَا

"আমি অনুকরণ পছন্দ করি না, এত এত সম্পদের বিনিময়েও না"। (তিরমিযী)

একদা হযরত আয়েশা (রা.) কোন মহিলাকে অনুকরণ করে দেখালে মহানী (স.) বলেন: مَا يُسِرُنِي أَنِّي حَكَيْت ُ◌وَلِي كَذَا وَكَذَا . "কাউকে নকল করা আমার কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয়, অনেক সম্পদের বিনিময়েও নয়।" (ইহইয়াউ উলুমিদ-দীন, বাবুল গীবাত)

সরাসরি নামোল্লেখ না করে এমন কিছু ইংগিতবহ উপমা ব্যবহার করে কারো দোষ বর্ণনা করা যে, লোকেরা উপামার দ্বারা বুঝে নিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তির গীবত করা হচ্ছে। যেমন কেউ বললো: আজ আমাদের নিকট এক লোক এসেছিল যে এরূপ। এতে ভার গীবত করা হলো। অথবা কেউ বললো, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর অনুগত হয়ে চলে এবং নিজের মাতা-পিতার কথা শুনে না। এতে শ্রবণকারী বুঝতে পারলো যে, সে অমুক ব্যক্তির গীবত করছে।

মুখের গীবত

মহানবী (স.) কতিপয় লোককে বললেন: তোমরা খিলাল করে নিজেদের দাঁতের ফাঁক থেকে গোশত নির্গত করে ফেলে দাও। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা তো গোশত খাইনি। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেনঃ আমি তোমাদের দাঁতের ফাঁকে গোশতের লাল টুকরা দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয় তোমরা কারো গীবত করেছ। আর বাস্তবিকপক্ষে তারা এক ব্যক্তির গীবত চর্চা করেছিল। (তাফসীরে দুররুল মানছুর)

এক ব্যক্তি মহানবী (স.)-এর দরবার থেকে চলে যাওয়ার পর অপর ব্যক্তি তার গীবত করে এবং তার দোষত্রুটি বর্ণনা করে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেনঃ হে লোক! তুমি দাঁত খিলাল করো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমি গোশত খাইনি। নবী (স.) বলেনঃ তুমি এইমাত্র এক মুসলিম বাক্তির গোশত খেলে। (তাবারানী; মুনযিরীর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব।

কানের গীবত

কারো গীবত শোনা এবং তাতে বাধা না দেয়া কানের গীবত। কারণ শ্রবণ করাও বাধা না দিয়ে নীরব থাকাও এক প্রকারের গীবত।

মহানবী (স.) বলেনঃ

إذا وقع في الرجل وانت في هلا فكن للرجل ناصرا وللقوم رَاجِرًا ثُم َّّقَم ْعَنْهُم

. কারো গীবত করা হলে এবং তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তার এভাবে সাহায্য করো যে, তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও যাতে লোকেরা তাঁর জড়াবে কথা থেকে বিরত থাকে। গীবতকারীদেরও বাধা প্রদান করো, অতঃপর স্থান ধীরত করো।" (ইবনে আবিদ দুনয়া থেকে দুররুল মানছুর)

অন্তরের গীবত

কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষবশত মনে মনে কুধারণা পোষণ করা এবং কোন বোদাভীরু সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি সম্পর্কে কোন তথ্য-প্রমাণ ও কারণ ছাড়াই মনের মধ্যে খারাপ ধারণা বদ্ধমূল করে নেয়া।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত

নিজের হাত পা, ইত্যাদির ইশারায় অন্য লোকের নিকট কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কৃত গীবত।

যেমন কোন ব্যক্তি কোন মজলিস থেকে উঠে চলে যাওয়ার পর তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। খর্বাকৃতির এক মহিলা মহানবী (স.) নিকট আগমন করলো। তার চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা.) তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে হাতের দ্বারা তার প্রতি ইংগিত করেন। মহানবী (স.) বললেনঃ

হে আয়েশা। তুমি তার গীবত করলে। (বায়হাকী বরাতে তাফসীরে দুররুল মানছুর)

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেনঃ

لا يَحِل لِمُسْلِم أَن تُشير إلى أخِيه بِنَظَرَة ت

কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের প্রতি চোখের ইশারায় এমনভাবে ইংগিত করা বৈধ নয় যাতে সে মর্মাহত হয়" (ইমাম গাযালীর হুকুকুল মুসলিম গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

মহান আল্লাহ বলেনঃ وَيْل لِكُل هُمَزَة لمَزَة .

"প্রত্যেক হুমাযাহ ও লুমাযার প্রতি অভিশাপ।" (সূরা হুমাযা: ১)

লেখনীর মাধ্যমে গীবত

কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষের কথা বর্ণনা করে অপরের নিকট চিঠিপত্র লেখা অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অথবা নিজের বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি অপরের গীবতকারীকে যদি বলে, তুমি গীবত করো না, তবে সে বলে, এটা গীবত নয়। কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ও সজ্ঞানে গীবত করাকে বৈধ মনে করলে সে কাফের হয়ে যায় এবং অজ্ঞাতসারে বললে তাযীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ যারা গীবত পরিহার করতে বলেন, উল্টো তারাই শাস্তি ও তিরস্কারের সম্মুখীন হন।

গীবতের কারণ

গীবতের কারণ মোটামুটি এগারটি। উহার মধ্যে আটটি কারণ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এবং তিনটি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে।

সাধারণ মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট আটটি কারণ

প্রথম কারণ

এমন কোন অবস্থার মুখোমুখি হওয়া যাহা অন্তরে ক্রোধের আগুন উত্তেজিত করিয়া দেয়। এমতাবস্থায় যেই ব্যক্তির কারণে ক্রোধ উত্তেজিত হইয়াছে তাহার নিন্দা ও সমালোচনা করিলেই এই ক্রোধ প্রশমন হইবে। এখন এই নিন্দা ও সমালোচনা নিজে করা হউক বা অপরে। অনেক সময় বাহ্যতঃ ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করিয়া অপরকে মন্দ বলা হইতে বিরত থাকা হয় বটে, কিন্তু এই অবস্থায় অন্তরে বিদ্বেষ থাকিয়া যায়। এই বিদ্বেষ ক্রোধ অপেক্ষা যঘন্য। কেননা, অন্তরে বিদ্বেষ থাকিলে সর্বদা মানুষকে মন্দ বলা ও গীবত শেকায়েত করার ভিত্তি স্থাপিত হইয়া যায়। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, বিদ্বেষ ও ক্রোধ উভয়ই গীবতের উপকরণ।

দ্বিতীয় কারণ

নিজের সাথী-সঙ্গী ও বন্ধুগণের মন্তব্যকে সমর্থন ও সত্যায়ন করা এবং তাহাদের সঙ্গে তাল মিলাইয়া নিজেও গীবত করিতে থাকা। অর্থাৎ নিজের বন্ধু কাহারো গীবত করিতে থাকিলে এই গীবতে বন্ধুকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা। এই মনোভাবের কারণেই মজলিসের কেহ যখন অপর কাহারো • সমালোচনা শুরু করে, তখন মনে করা হয় যে, আমি যদি উহার প্রতিবাদ করি বা উহার সঙ্গে একমত পোষণ না করি কিংবা মজলিস ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তবে সাথী সঙ্গীরা আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবে এবং আমার সঙ্গে বৈরীতা পোষণ করিতে শুরু করিবে। এই কারণেই বন্ধু যাহা বলে উহাকেই সমর্থন করা হয় এবং ইহাকেই উত্তম সামাজিকতা ও মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব সংরক্ষণের উপায় "মনে করা হয়। এই অবস্থার কারণেই দেখা যায়- বন্ধুরা যখন ক্রোধের অবস্থায় অপর কাহারো নিন্দা ও সমালোচনা করে, তখন সে নিজেও বন্ধুর সঙ্গে তাল মিলাইয়া সেই ব্যক্তির প্রতি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্বক কঠোর ভাষায় তাহার সমালোচনা শুরু করিয়া দেয়। অর্থাৎ সে যেন নিজের আমল দ্বারাও বন্ধুকে এই কথা

বুঝাইয়া দিতে চাহে যে, তোমার সুখ-দুঃখ আপদ-বিপদ তথা সর্বাবস্থায় আমি তোমার সঙ্গে আছি।

তৃতীয় কারণ

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে গীবত করা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যখন ইহা জানিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি আমার পিছনে লাগিয়া আছে এবং সুযোগ পাইলেই সে অমুক পদস্থ ব্যক্তির নিকট গিয়া আমার দোষ বর্ণনা করিবে বা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে তখন পূর্ব হইতেই সে তাহার দোষ বর্ণনা করা শুরু করিয়া করিয়া যদি লোক সমাজে তাহাকে অবিশ্বস্ত করিয়া তোলা যায়, তবে সে আমার দোষ বর্ণনা করিলেও মানুষ তাহার কথা বিশ্বাস করিবে না।

এই ক্ষেত্রে অপর যেই কৌশল অবলম্বন করা হয় তাহা হইল- প্রথমে মানুষের নিকট সেই ব্যক্তি সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করা হয়, যেন মানুষের মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধ হইয়া যায় যে, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে এই লোক যাহা মন্তব্য করে তাহা সঠিক ও যথার্থ হইয়া থাকে। এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পর সেই ব্যক্তি সম্পর্কে নানা কুৎসা ও দোষ বর্ণনা করিয়া বলা হয় যে, ইতিপূর্বেও তাহার সম্পর্কে আমি যাহা যাহা বলিয়াছিলাম তাহা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। এখনো আমি তাহার সম্পর্কে যাহা বলিতেছি তাহা সত্য ও যথার্থ। অর্থাৎ এই সতর্কতা ও পূর্ব প্রস্তুতির ফলে সেই ব্যক্তি নিরাপদ থাকে। কেননা, এই ব্যবস্থার ফলে তাহার প্রতিপক্ষ তাহার নিন্দা ও গীবত করার সাহসই পায় না। আর করিলেও এই ব্যক্তির কুশলী প্রচারণার ফলে লোকেরা সেই ব্যক্তির কথা বিশ্বাসই করিবে না।

চতুর্থ কারণ

অনেক সময় দোষ হইতে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে গীবত করা হয়। এই ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির উল্লেখ করিয়া বলা হয়, আমি একাই এইরূপ করি নাই; বরং অমুক ব্যক্তিও এইরূপ করিয়াছে কিংবা এই গীবতে সেই ব্যক্তিও আমার সহযোগী ছিল। অথচ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য কেবল নিজের সাফাই বর্ণনা করাই যথেষ্ট হইতে পারিত, অপরের উল্লেখ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নিজের অবস্থান মজবুত করার জনাই এখানে অপরকে শরীক করা হয়।

পঞ্চম কারণ

নিজের বড়ত্ব প্রদর্শনের জন্য গীবত করা হয়। যেমন, কাহারো সম্পর্কে বলা হইল- সে তো মুখ, কিছুই জানে না। এই কথার পিছনে তাহার উদ্দেশ্য থাকে- সেই ব্যাক্তির তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা।

ষষ্ঠ কারণ।

অনেক সময় হিংসার কারণে গীবত করা হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন দেখিতে পায় যে, মানুষ কোন ব্যক্তির বেশ ইজ্জত-একরাম ও প্রশংসা করিতেছে, তখন উহা দেখিয়া সে সহ্য করিতে পারে না এবং হিংসার অনলে জ্বলিতে থাকে। এই পর্যায়ে সে কামনা করে যেন সেই ব্যক্তির উপর হইতে এই নেয়মত দূর হইয়া যায় এবং লোকেরা তাহাকে ঘৃণা করিতে শুরু করে। অতঃপর এই লক্ষ্য সফল করার উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তির গীবত করিতে শুরু করা হয়।

সপ্তম কারণ

উপস্থিত লোকজনকে হাসাইবার উদ্দেশ্যে অপরের দোষ ও গীবত বর্ণনা করা। অর্থাৎ নিছক বিনোদন ও হাসি-তামাশার মধ্যে সময় ব্যয় করার উদ্দেশ্যে। এইরূপ করা হয়।

অষ্টম কারণ

অনেক সময় অপরকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাহার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হয়। ইহা অহংকারী লোকদের কর্ম। এইরূপ গীবত সামনাসামনিও করা হয় আবার পশ্চাতেও করা হয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত সংশ্লিষ্ট তিনটি কারণ

গীবতের এই তিনটি কারণ খুবই সূক্ষ্ম এবং এইসব কারণ শুধুই অনিষ্টে পরিপূর্ণ। কিন্তু শয়তান অতি কৌশলে কল্যাণের আবরণ দ্বারা উহা আবৃত করিয়া রাখে কিংবা উহাতে কল্যাণ থাকে বটে কিন্তু শয়তান উহাতে অনিষ্ট মিশ্রণ। করিয়া দেয়।

প্রথম কারণ

কাহারো দ্বীনদারীর ব্যাপারে কোন ক্রুটি দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশপূর্বক এইরূপ মন্তব্য করা যে, তাহার আমল দেখিয়া আমি অবাক না হইয়া পারিলাম না। তাহার মত একজন দ্বীনদার ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ করা ঠিক হয় নাই। এই কথা সত্য যে, দ্বীনদার-পরহেজগার ব্যক্তিগণ কোন ক্রুটির শিকার হইলে বিস্ময়ের কারণ হয় বটে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মন্তব্যকারীর উচিত ছিল তাহার নাম না লইয়া বিশ্বয় প্রকাশ করা। এখানে মূলতঃ ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির কারণেই বিশ্বয় প্রকাশ করা হয়, কিন্তু শয়তান এই ধর্মীয় আবেগকে গীবতে পরিবর্তিত করিয়া মন্তব্যকারীকে কঠিন গোনাহে নিক্ষেপ করে

অনুরূপভাবে এই কথা বলাও গীবতের মধ্যে গণ্য হইবে যে, অমুক ব্যক্তির কাণ্ড দেখিয়া অবাক না হইয়া পারা যায় না। সে কেমন করিয়া একটি শ্রীহীনা নারীর প্রতি আকৃষ্ট হইল? কিংবা এইরূপ বলা যে, লেখাপড়া করিবার পরও লোকটি কেমন করিয়া অমুকের নিকট আসা-যাওয়া করে?

দ্বিতীয় কারণ

কাহারো ক্রটি দেখিয়া দুঃখিত হওয়া। যেমন কাহাকেও কোন অপরাধে। লিপ্ত দেখিয়া এইরূপ মন্তব্য করা যে, অমুকের পরিণতি দেখিয়া আমি আন্তরিকভাবেই মর্মাহত। এখানে সহমর্মিতার দাবী সঠিক হইলেও সেই ব্যক্তির নাম উল্লেখের কারণে একটি কল্যাণকর অনুভূতি গীবতে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ শয়তান এইভাবেই মানুষের কল্যাণকর অনুভূতিকে অকল্যাণের আবর্তে নিপতিত করে।

তৃতীয় কারণ

কাহাকেও কোন অপরাধ করিতে দেখিয়া ধর্মীয় অনুভূতির কারণেই তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা। এই ক্রোধের সময় যদি সেই ব্যক্তির নাম লওয়া হয় তবে ছাওয়াবের পরিবর্তে তাহা গীবতের কারণ হইবে।

"সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ"-এর ভিত্তিতে কাহারো উপর ক্রোধ হওয়া ক্ষতিকর নহে। বরং ইহা ভাল। তবে এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখিবার বিষয় হইল, কোন ব্যক্তির উপর ক্রোধ করা হইতেছে তাহা যেন অপর কেহ জানিতে না পারে। যদি কোন কারণে তাহার নাম উল্লেখ করা জরুরী হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে যেন তাহার নাম গোপন রাখা হয়। এইসব বিষয় এমনই সুক্ষ্ম যে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও এই বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা

অবলম্বন করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা মনে করে- বিস্ময়, মোহাকাত ও কোয় যদি আল্লাহর ওয়াস্তে করা হয়, তবে এই ক্ষেত্রে নাম লওয়াতে কোন দোষ নাই এই ধারণা সঠিক নহে। যেই যেই ক্ষেত্রে গীবতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে সেই ক্ষেত্রেও নাম লওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

গীবতের প্রতিকার

মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার অন্যতম উপাদান হইল এলেম ও আমল। এই এলেম ও আমলের দাওয়াই দ্বারাই মানবাত্মার যাবতীয় রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়। এককভাবে এলেম দ্বারাও উহার চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না এবং শুধুমাত্র আমলের বটিকাও এই রোগের কিছুমাত্র উপশম করিতে পারে না। চিকিৎসা বিদ্যার সিদ্ধ নীতি হইল- প্রত্যেক রোগেরই উহার বিপরীত উপাদান দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। সুতরাং রোগের কারণ যদি শৈত্য হয় তবে উহার চিকিৎসা উত্তাপ দ্বারা করিতে হইবে। গীবতের উপকরণ কত প্রকার ও কি কি এই বিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এই গীবত হইতে জিহবাকে সংযত রেখে নিম্নলিখিত উপায়ে গীবতের প্রতিকার করা যায়ঃ

আপন জিহবাকে গীবত হইতে সংযত রেখে

আপন জিহবাকে গীবত হইতে সংযত রাখার এজমালী চিকিৎসী হইলঃ মানুষ এই কথা বিশ্বাস করিবে যে, গীবতের কারণে মানুষ আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির শিকার হয়। এই বিষয়ে অনেক হাদীস ও বুজুর্গানে দ্বীনের উক্তি বিবর্তহইয়াছে। গীবতের কারণে মানুষের শ্রমলব্ধ নেকীসমূহ নষ্ট হইয়া যায়। কেনন যেই ব্যক্তির গীবত করা হয়, সেই ব্যক্তিকে গীবতকারীর নেকাসমূহ দিয়া দেখ হয়। গীবতকারীর আমলনামায় যদি কোন নেকী না থাকে, তবে যেই বাঁচিন হয়ত করা হইয়াছে তাহার গোনাহসমূহ গীবতকারীর উপর চাপাইয়া মেজা হয়। তাছাড়া গীবতকারীকে নিজের মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণকারীও সাঙ্গসং তুলনা করা হইয়াছে। মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অপমান আর হইতে পারে? কোন মানুষের আমলনামায় যদি নেকী-বদী উভয়ই বিদ্যমান যাকে এলা বদীর পাল্লা সামান্য ভারী থাকে, তবে তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইরে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির নেকী-বদী উভয় পাল্লা যদি বরাবর হয় আর গীবত করার কারণে যদি একটি নেকীও সেই বাক্তিকে দিয়া দেওয়া হয় কিংবা একট গোনাহ যদি বদীর পাল্লায় আসিয়া যুক্ত হয়, তবে এই ক্ষেত্রে মাত্র একটি নেকাং অভাব কিংবা একটি গোনাহ যুক্ত হওয়ার কারণেই তাহাকে দোজখে যাইতে হইবে। এক ব্যক্তি হযরত হাসান (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, আমি শুনিয়ে পাইয়াছি যে, আপনি নাকি আমার গীবত করেন? তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, আমার নিকট তুমি এমন কোন মহান ব্যক্তি নও যে, আমার নেকী সমূহ তোমাকে দিয়া

দিব। মোটকথা, মানুষ যখন গীবত সংক্রান্ত হাদীসের বাণী সমূহ পাঠ করিবে এবং গীবতের অনিষ্ট বিষয়ে অবগত হইবে, তখন নিজের জবানকে গীবত হইতে সংযত করার প্রয়াস পাইবে।

গীবত করার সময় নিজের দিকে তাকানো

গীবত হইতে বিরত থাকার আরেক উপায় হইল- কাহারো গীবত করার ইচ্ছা হওয়ার মূহুর্তে একবার নিজের দিকেও তাকাইয়া দেখিবে যে, তোমার নিজের মধ্যেও কোন দোষ-ত্রুটি আছে কিনা। মানুষ যেহেতু দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে নহে, সুতরাং নিজের দোষ অবলোকন করার পর সে অবশ্যই অপরের দোষ বর্ণনার পরিবর্তে নিজের দোষ দূর করার ফিকির করিবে। আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন-

طوبی لمن شغله عيبه عن عيوب -

সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যাহার নিজের দোষ তাহাকে অপরের দোষ (যাচাই করা) হইতে ফিরাইয়া রাখে।

নিজের মধ্যে হাজারো ত্রুটি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অপরের দোষ অন্বেষণ করা কখনো সমীচীন হইতে পারে না। এই ক্ষেত্রে বরং তাহার চিন্তা করা উচিৎ ২. তুমি যেমন নিজের দোষসমূহ দূর করিতে পার নাই। ঠিক তেমনি অপর ব্যক্তিও হয়ত এখনো তাহার দোষগুলি সংশোধন করিতে পারে নাই। অবশ্য মানুষের এখতিয়ারী ত্রুটির ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য। নতুবা মানুষের এঙ্গ-অবয়বে সৃষ্টিগত কোন ত্রুটির কারণে যদি কাহাকেও মন্দ বল্য হয়, তবে ইহা স্বয়ং স্রষ্টাকে মন্দ বলারই নামান্তর হইবে। যেমন এক ব্যক্তি কোন মানুষকে এই বলিয়া আহ্বান করিল, হে বদঘুরত। লোকটি জবাব দিল, ভাই। সুন্দর আর অসুন্দর হওয়া যদি আমার ইচ্ছাধীন হইত তবে তো অবশ্যই আমার চেহারা আমি সুন্দর করিয়া বানাইতাম। নিজের মধ্যে সন্ধান করিয়া যদি কোন ত্রুটি না পাও, তবে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করিবে যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে পাপাচার হইতে বিরত থাকার তাওফীক দিয়াছেন এবং গীবতের মত নিকৃষ্ট কর্ম হইতে রক্ষা করিয়াছেন। কেননা, নিজের ভ্রাতার মৃত দেহ ভক্ষণ করা অপেক্ষা নিকৃষ্ট কর্ম আর কি হইতে পারে? একটু গভীরভাবে সন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে, কোন মানুষই ত্রুটিমুক্ত নহে। একমাত্র আল্লাহ পাকই হইলেন ত্রুটিহীন সত্ত্বার অধিকারী। কোন মানুষ যদি এইরূপ মনে করে যে, সে যাবতীয় পাপাচার হইতে মুক্ত থাকিতে পারিয়াছে, তবে

নিশ্চিতভাবেই জানিতে হইবে যে, সেই বাক্তি নিজের ব্যাপারে মারাত্মক ভুল করিতেছে। বস্তুতঃ নিজেকে নির্দোষ মনে করা ইহাই সব চাইতে বড় দোষ।

গীবত হইতে আত্মরক্ষার আরেক উপায় হইল- মনে মনে এইরূপ চিন্তা করা যে, কোন ব্যক্তি যদি আমার গীবত করে, তবে নিশ্চয়ই তাহা আমার নিকট খারাপ লাগিবে। তদ্রূপ আমিও যদি কোন মানুষের গীবত করি, তবে তাহাও সেই ব্যক্তির নিকট অনুরূপ খারাপ লাগিবে। সুতরাং কোন মানুষ আমার গীবত করুক- ইচ্ছা যেমন আমি পছন্দ করি না, তদ্রূপ আমার পক্ষেও অপর কাহারো গীবত করা অপছন্দনীয় হওয়া উচিত।

অন্যদের আলোচনা না করাই উত্তম

হাকিমুল উম্মাত হজরত আশরাফ আলি থানভি রহ. বলেন, অন্য কারও ব্যাপারে আলোচনাই করবে না। ভালো-মন্দ কোনো আলোচনাই করবে না। কেননা ভালো আলোচনা করতে গিয়ে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে একথা বলা অসম্ভব কিছু নয় যে, অমুক ব্যক্তি খুব ভালো তবে তার এ কাজটা একটু খারাপ। এজন্য উত্তম পন্থা হলো, কারও ব্যাপারে কোনো প্রকার আলোচনাই না করা।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজেদের দোষ-ত্রুটির খোঁজ-খবর নেওয়ার এবং তার সংশোধনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের তাওফিক দিন। আমিন।

গীবত থেকে পরিত্রাণের একটি বাস্তবাশ্রিত নির্দেশনা

গীবত থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে হজরত থানভি রহ একটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি 'সালেক' তথা আত্মসংশোধনে ইচ্ছুক ব্যক্তির সামনে কোনো ব্যক্তি কারও গীবত করে বা অর্থহীন কথা বলে আর সালেক তাকে নিষেধ করার মতো ক্ষমতার অধিকারী না হয়, তাহলে সে যেন সেখান থেকে উঠে যায়। সে যেন ওই ব্যক্তির মন ভাঙার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে। কেননা অন্যের মন ভাঙার খেয়াল করা অপেক্ষা নিজের দীন ভাঙার খেয়াল করাটা অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। আর যদি সে বিনা কারণে উঠতেও সক্ষম না হয় তাহলে যেন কোনো বাহানা দেখিয়ে উঠে যায়। অথবা ইচ্ছেকৃতভাবে কথার মোড়

কোনো বৈধ প্রসঙ্গের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। যেন গীবতের প্রবাহে ছেদ পড়ে। আমি পূর্বেই জানিয়েছি যে, যেভাবে গীবত বলা জায়েয নয়, তদ্রুপ গীবতশোমাত জায়েয নয়।

কারও মন কাঙার ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না

হজরত হহ একটি মূলনীতি বলেছেন। তাহলো, এক্ষেত্রে কারও মনে কষ্ট পাওয়ার পরোয়া করবে না। কেননা এক্ষেত্রে কারও দিলে কাই পাওয়ার পরোয়া করতে গেলে নিজের দীন ও শরিয়ত নষ্ট হবে। সুতরাং তা পরিত্যাগ করা জরুরি। অতি বাড়াবাড়ি আর অতি ছাড়াছাড়ি উভয়টাই প্রান্তিক কাজ। একদল হুকুকুল ইবাদের ক্ষেত্রে এতটাই ছাড় দিচ্ছে যে, কোনো পারোয়াই করছে না। অন্যের জীবন সম্পর্কিত অধিকার, মাল সম্পর্কিত অধিকার। সবই ক্ষুন্ন করে চলেছে। আরেকদল হুকুকুল ইবাদের ক্ষেত্রে এতটাই বাড়াবাড়ি করে যে, তা পালন করতে গিয়ে অনেক সময় নিজের শরয়ি ফরজ পালনের ক্ষেত্রে নিক্রিয়তা দেখায়।

সময়মতো নামাজ আদায় করা ফরজ

এক ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী আমার নিকট এসে তার স্বামীর খুব প্রশংসা করতে লাগলেন যে, আমার স্বামী অনেক ভালো মানুষ। তবে ডাক্তারি পেশার দরুদ সময়মতো নামাজ আদায় করতে পারে না। আমি আমার স্বামীকে বলেছি নামাজের সময় হলে নামাজটুকু আগায় কবে নিয়ো। জবাবে তিনি বললেন, আমি তো মানুষের গেষায় যাস্ত থাকি। আর এটা হলো হবুবুল ইবাস। চেম্বারে রোগী দলে থাকবে আর আমি রামাজ আসায় করব?

সুতরাং তিনি আছর, মাগরিব, এশা বাড়িতে এসে একসঙ্গে আদায় করেন। আর বলেন, যে আমি তো খিদমতে খলক [সৃষ্টির সেবা করছি। আর খিদমতে খলক করতে গিয়ে নামাজ আদায় করতে না পেরে কাজা হলে কোনো অসুবিধা নেই। কী আশ্চর্য কথা। খেদমতে খলক সৃষ্টির সেবা। তোমার ওপর ফরজে আইন নয়। পক্ষান্তরে নামাজ তোমার ওপর ফরজে আইন তথা ঐকিক অবধারিত দায়িত্ব। অন্যের সেবা করার সঙ্গে নামাজ আদায়ের কোনো বৈপরীত্ব নেই। যদি তুমি আসরের নামাজ পড়ে দ্বিতীয়বার রোগী দেখা শুরু করো তাহলে কোন সমস্যাটা হবে? এটি হলো নামাজ কাজা করার পক্ষে মনের তৈরি বাহানা মাত্র। এ হচ্ছে অতিবাড়াবাড়ি ও অতি ছাড়াছাড়িপ্রসূত প্রান্তিকতাশ্রিত সিদ্ধান্ত। দীনের সঠিক বোধ না থাকলে যা হয়। এজন্য হজরত থানভি রহ, ইরশাদ করেছেন, অন্য কারও অন্তর ভেঙে যাবে এ অজুহাতে নিজের শরিয়ত নষ্ট করা ঠিক হবে না। কাজেই একথা মনে করা যে, যদি আমি তাকে গীবত থেকে বাধা প্রদান করি তবে সে মনে কষ্ট পাবে। বা আমি এ গীবতের মজলিশ থেকে উঠে গেলে

সে মনে কষ্ট পাবে। স্মরণ রেখো। যদি গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য কারও দিলে চোট লাগে লাগুক, এর পরোয়া করা যাবে না। তোমাকে অবশ্যই জায়েয বিষয়গুলো মানতে হবে। হ্যাঁ জায়েয বিষয়ের ক্ষেত্রে কারও মনে আঘাত করবে না। তবে যেখানে মন রক্ষা করতে গেলে গুনাহে জড়াতে হবে এসব ক্ষেত্রে মন রক্ষা করে গুনাহে জড়াবে না; বরং কোনো পরোয়া করবে না।

গীবত থেকে বাঁচতে প্রয়োজন দৃঢ় প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত

একটি হাদিসে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الأطاعة لمخلوق في معصية الخالي।

কোনো সৃষ্টিজীবের এমন আনুগত্য করা না, যার কারণে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করতে হয়।

আল্লাহকে অমান্য করে কারও কথা মান্য করা জরুরি নয়। এ অজুহাতে কারও মন রক্ষা করার অনুমতি নেই। স্মরণ রেখো। কোনো কাজে মেহনত করা হলেই তাতে সাফল্য আসে। যখন জানতে পারলে গীবত করা গুনাহের কাজ এবং বুঝতে পারলে যে, গীবতের দ্বারা পরকাল ধ্বংস হয়ে যায় তখন নিজ মেহনত ও চেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। ইনশাআল্লাহ তখন গীবতের গুনাহ থেকে বাঁচা অনেক সহজ হয়ে যাবে|

গীবতের কারণ যদি হয় অপরকে হেয় প্রতিপন্ন

গীবতের কারণ যদি হয় অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা, তবে এইরূপ চিন্তা দ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে যে, আল্লাহ পাকের নিকট আমার যেই মর্যাদা ছিল, তাহা তো এই গীবতের কারণে নিঃশেষ হইয়াছে। এখন এই গীবতের কারণে যদি পার্থিব জীবনে কোন ইজ্জত-সম্মান হাসিল হয়ও, তবে উহার মূল্যই বা কতটুকু? আমার গীবতের ফলে পার্থিব জীবনে সম্মান হাসিল হওয়া ইহা নিশ্চিত নহে। কেননা, মানুষ আমার কথা বিশ্বাস করিবে কিনা, তাহা নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না। সুতরাং মানুষ যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে; তবে ইজ্জত প্রাপ্তি তো দূরের কথা, বরং সেই ক্ষেত্রে মানুষের নিকট আমি মিথ্যুক বলিয়া সাব্যস্ত হইতে হইবে।

গীবতের কারণ যদি হয় হিংসা।

যেই ব্যক্তি হিংসা করিবে, তাহার উপর দ্বিগুণ আজাব হইবে। প্রথমতঃ কাহারো উপর আল্লাহর নেয়ামত দেখিয়া হিংসার অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া নিঃশেষ হওয়া, দ্বিতীয়তঃ গীবতের কারণে পরকালে আজাবের শিকার হওয়া। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হইল, কাহারো উপর আল্লাহর নেয়মত দেখিয়া হিংসা করিয়া কোন লাভ হয় না। কেননা, হিংসুকের হিংসার কারণেই সেই ব্যক্তির নেয়মত নিঃশেষ হইয়া যাইবে না। বরং হিংসুক ব্যক্তি অপরের নেয়মত দেখিয়া নিজেই অন্তহীন মর্মপীড়ায় জ্বলিয়া পুড়িয়া নিঃশেষ হইতে থাকিবে। এই তো গেল দুনিয়ার আজাব। হিংসুকের আজাব এখানেই শেষ নহে। মানুষের উপর আল্লাহর নেয়মত দেখিয়া হিংসা করার পাশাপাশি সেই ব্যক্তির নামে সে গীবত করিয়াও বেড়াইয়াছে। এই সর্বনাশা গীবতের কারণে তাহার দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই বরবাদ হইয়াছে। অর্থাৎ সে চাহিয়াছিল অপরের অনিষ্ট সাধন; কিন্তু পরিণামে তাহার নিজেরই ঢের অনিষ্ট হইয়াছে। মনে রাখিও, গীবত করিয়া কখনো মানুষের কোন ক্ষতি করা যায় না। বরং অপরের গীবত করিয়া তুমি নিজেই অন্তহীন ক্ষতির শিকার হইবে। তোমার নেকীসমূহ তাহাকে প্রদান করিয়া তাহার গোনাহগুলি তোমার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে। আর এমন হওয়াও সম্ভব যে, তোমার হিংসা ও গীবতের কারণে তোমার প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে লোক সমাজে সে আলোচিত হইয়া তাহার গুণ-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হওয়ার পর মানুষের নজরে সে ইজ্জত-সম্মানের অধিকারীও হইয়া যাইতে পারে।

গীবতের কারণ যদি হয় নিছক হাসি-তামাশা

গীবতের কারণ যদি হয় নিছক হাসি-তামাশা মানুষকে লইয়া উপহাস।

করা, তবে এই কথা যেন স্বরণে থাকে যে, অপরকে হাসি-তামাশা ও ঠাট্টার পাত্র বানাইয়া তুমি নিজেই আল্লাহ পাকের দরবারে তামাশার পাত্রে পরিণত হইয়া ভয়াবহ মুসীবতের শিকার হইতেছ। তোমার নিজের পরিণতির কথা ভাবিয়া দেখ, দুনিয়াতে আজ তুমি যাহাদিগকে লইয়া হাসি তামাশা করিতেছ, রোজ কেয়ামতে তোমাকে তাহাদের গোনাহসমূহ মাথায় লইয়া জাহান্নামে হাইতে হইবে। অর্থাৎ বিষয়টিকে যদি এইভাবে চিন্তা কর, তবে তোমার অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হইবে এবং মানুষকে লইয়া হাসি-তামাশা করা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে। এইসব বিষয়ে যথাযথ অবস্থা চিন্তা করার পর তুমি স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, মানুষকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিবার পর তুমি নিজেই সর্বাধিক হাসির পাত্রে পরিণত হইতেছ এবং

তোমার বোকামী দেখিয়া সকলেই হাসাহাসি করিতেছে। দুনিয়াতে তুমি একজনকে লইয়া হাসি-তামাশ্য করিয়াছিলে আর গোটা কতক মানুষের মজলিসে একজনকে অপমান করিয়াছিলে, কিন্তু রোজ কেয়ামতে লক্ষ আদমের সম্মুখে তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে। সেই দিন মানব ও ফেরেশতাকুল তোমার বোকামী দেখিয়া হাসাহাসি করিবে, মজাক করিবে এবং এমনভাবে তোমাকে দোজখের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, যেমন গাধাকে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। আর দুনিয়াতে যেই ব্যক্তির গীবত করিয়াছিলে, সেই ব্যক্তি তখন তোমার পাশেই দাঁড়াইয়া বিজয়ের গৌরবে আল্লাহর শোকর আদায় করিবে যে, সেই দিন দুনিয়াতে যদিও আমি উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারি নাই; কিন্তু আজ আমার সেই তৃষ্ণা নিবারণ হইয়াছে। কাহাকেও কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত দেখিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করা- ইহা একটি উত্তম অনুভূতি ও নেক জ্যব্য বটে। কিন্তু শয়তান তোমার এই উত্তম কর্ম দেখিয়া হিংসা করিবে এবং তোমাকে বিপথগামী করার চেষ্টা করিবে। আর তোমার মুখ হইতে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে এমন কোন মন্তব্য বাহির করিয়া দিবে যে, অতঃপর উহার শাস্তি হিসাবে তোমার নেকীসমূহ তাহাকে দিয়া দেওয়া হইবে। অর্থাৎ সেই বাক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য ও গীবতের কারণে তাহার যেই পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছিল, অতঃপর তোমার নেকীসমূহ তাহাকে দিয়া দেওয়ার ফলে তাহার সেই ক্ষতির তালাফী হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু অপরের গীবত • করিয়া তোমার যেই ক্ষতি হইলাহা মোচন হওয়ার কোন উপয় ফাকিবে না। অর্থাৎ- তোমার এই কর্মের ফলাফল এই দাঁড়াইল যে, একজনের প্রতি অনুগ্রহ করিতে গিয়া এখন তুমি নিজেই অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত হইলে। অনুরূপভাবে আল্লাহর জন্য ক্রোধ প্রকাশ করার অর্থও ইহা নহে যে, এই প্রসঙ্গে কাহারো গীবত করিতে হইবে। তুমি যখন আল্লাহর ওয়াস্তে কোন মানুষের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিবে, তখন শয়তান তোমাকে উহার ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তোমাকে সেই ব্যক্তির গীবতে লাগাইয়া দিবে। বিস্ময়ের ক্ষেত্রেও একই কথা। অর্থাৎ কোন মানুষকে পাপ কর্মে লিপ্ত দেখিয়া প্রথমে তুমি হয়ত বিস্ময় প্রকাশ করিলে। এই বিস্ময় প্রকাশ করিতে করিতে এক পর্যায়ে হয়ত তুমি তাহার গীবত শুরু করিয়া দিলে। অবস্থা যখন এই পর্যায়ে পৌছাইবে, তখন কিন্তু সেই ব্যক্তির উপর বিশ্বয় প্রকাশ না করিয়া তোমার নিজের নফসের উপরই বিস্ময় প্রকাশ করা অধিক সঙ্গত হইবে। কেননা, অপরের ত্রুটির উপর বিস্ময় প্রকাশ করিতে করিতে তুমি নিজেরই আখেরাত বরবাদ করিয়া দিলে। এই পর্যায়ে বরং তোমার দুনিয়াও বরবাদ হইবে। কারণ, ভূমি যেহেতু বিস্ময় প্রকাশের উছিলায় অপরের গোপন ত্রুটিসমূহ প্রকাশ করিয়া লোক-সমাজে তাহাকে অপমান করিয়াছ, সেহেতু তোমার গোপন ত্রুটিসমূহ প্রকাশ করিয়া লোক-সমাজে তোমাকেও অপমান করা হইবে। মোটকথা, এই সকল ব্যাধিসমূহের প্রতিষেধক হইতেছে এলেম ও মারেফাত। যেই ব্যক্তির ঈমান শক্তিশালী হয় এবং যেই ব্যক্তি প্রকৃত মারেফাতের সন্ধান পাইয়াছে তাহার জিহ্বা অবশ্যই গীবত হইতে হেফাজতে থাকিবে। অন্তর দ্বারা গীবত করাও হারাম মুখ দ্বারা কাহাকেও খারাপ বলা যেমন হারাম, তদ্রূপ অন্তরে কাহারো

সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করাও হারাম। কুধারণার অর্থ হইল, ইচ্ছাকৃত কাহারো সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করা। অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কাহারো সম্পর্কে মনে কোন ধারণা আসে তবে তাহা ক্ষমার যোগ্য। অনুরূপভাবে অনিচ্ছাকৃত সন্দেহ পোষণও ক্ষতিকর নহে। অর্থাৎ যাহা নিষিদ্ধ তাহা হইল কাহারো সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মন্দ ধারণা পোষণ করা। এই মন্দ ধারণা সম্পর্কে কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

بَايُّهَا الَّذِين َآمَنُوا اجْتَنِبُو

ا كَثِيرًا مِّن َالله ِإِن َّبَعْض َالظَّن ِّإِثْم

অর্থঃ মোমেনগণ! তোমরা অনেক ধারণা হইতে বাঁচিয়া থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। সুরা হুজুরাত আঃ **১২** 00

02:30

এমন হাসি-ঠাট্টা জায়েয নয়

বুঝা গেল, অনেক সময় বন্ধুমহলে এমনও হয়ে থাকে যে, এক বন্ধু অবলীলায় অন্য বন্ধুর সঙ্গে হাসি-মজা করে থাকে। সেখানে একজন আরেকজনের সঙ্গে দুষ্টুমি-খুনসুটি করে থাকে। কিন্তু এর কারণে কেউ কারও কথায় কষ্ট বোধ করে না। কষ্ট দেওয়াও উদ্দেশ্য হয় না। তবে কিছু লোক এমন হয়ে থাকেন, যারা হাসি-মজা মেনে নিতে পারেন না। যার কারণে ছোট্ট কথাতেও তেতে উঠে। রাগ করে বসে। তখন দেখা যায়, এমন লোককে রাগানোর উদ্দেশ্যে বন্ধু-বান্ধবরা হাসি-মজার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তাথেকে মজা নেয়। এখন যদিও বন্ধু-বান্ধবরা তার সঙ্গে ভণিতা না করে অবলীলায় ঠাট্টাচ্ছলে আজে-বাজে কথা বলছে; কিন্তু যেহেতু এতে তার কষ্ট হচ্ছে, কাজেই এ ধরনের হাসি-মজা জায়েয নয়। কেননা কোনো মুসলমানকে তার অপ্রিয় ও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে কষ্ট দেওয়া জায়েয নয়। কাজেই যখন এ ধরনের মানুষের সঙ্গে ওই জাতীয় কথা-বার্তা তার মনোপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়; কাজেই তা জায়েয নয়। কিন্তু যদি এ নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে যে, অমুক ব্যক্তির সঙ্গে আমার অকৃত্রিম কিভণিতামুক্ত সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই আমার এ কথা তার খারাপ লাগবে। না। সে ইতিবাচকভাবে নেবে। কষ্টবোধ করবে না। তাহলে এমতবস্থায় এ জাতীয় কথা তার সামনেও বলা যাবে, পেছনেও বলা যাবে। উভয়টাই জায়েয।

মোটকথা, এখানে তিনটি সুরত দাঁড়ায়-

১. যদি তার অপ্রিয় হওয়ার প্রবল বিশ্বাস থাকে, তাহলে নাজায়েয।

২. যদি তার অপ্রিয় হওয়ার সন্দেহ থাকে, তাহলেও নাজায়েয।

৩. যদি নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে যে, সে অপছন্দ করবে না, তাহলে জায়েয।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গীবত থেকে বাঁচার হিম্মত ও তাওফিক দান করুন।

তৃতীয় অধ্যায়

গীবতের বৈধ পন্থা

যেসব ক্ষেত্রে গীবত করা বৈধ, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে পুণ্যের কাজ এবং যেসব ক্ষেত্রে ইসলামী শরীআত গীবত করার অনুমতি দিয়েছে এখানে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হবে আল্লামা ইমাম নববী (রহ.) সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থে, ইমাম গাযযালী (রহ.) ইহউলুমিদ-দীন ও কিমিয়া সাআদাত গ্রন্থদ্বয়ে, সাফুরী (রহ.) নুযহাতুল মাজালিস গ্রন্থে, ফাকিহী (র) মাতালিবুন মুমিনীন গ্রন্থে এবং বালখী আইনুল ইলম গ্রন্থে গীবতের কয়টি পন্থা বৈধ বলেছেন। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) রুদ্দুল মুহতার গ্রন্থে আরও চারটি পন্থা বৈধ বলে অনুমোদিত গীরতের সংখ্যা দশে, উন্নীত করেছেন। আমি তার সাথে আরও তিনটি পন্থা যোগ করে বৈধ গীবতের সংখ্যা তের-এ উন্নীত করেছি এবং প্রতিটি পন্থা বৈধ হওয়ার কারণও বর্ণনা করেছি।

(এক)

কোন ব্যক্তি বিচারক, মুফতী, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা পদস্থ কোন কর্মকর্তার যুলুমের শিকার হলে সে রাজ-দরবারে তার প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারবে। কারণ রাজ-দরবারের যালেমের গীবত না করলে সে প্রতিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। উপরন্তু নালিশের কারণে শাসনকর্তা যালেম কর্মকর্তাকে অপসারণ করে তদস্থলে ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন-ফলে নিরীহ লোকেরা যুলুমের হাত থেকে রেহাই পাবে। অতএব এ উপকারিতার কারণে উপরোক্ত প্রকারের গীবত বৈধ।

শোবা (র) বলেন, যালেমের বিরুদ্ধে নালিশ করা অথবা কোন পাপাচারী সম্পর্কে লোকদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তার গীবত করা বৈধ, বরং যালেম ও পাপাচারীর সংসর্গ থেকে লোকদের দূরে রাখার জন্য তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা গীবত নয় (বায়হাকীর বরাতে আদ-দুররুল মানছুর)। উপরোক্ত বিষয়ে ইমাম গাযযালী, সাফুরী বালখী ও ফাকিহী ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন:

"মানুষ খারাপ ব্যাপারটি বলুক তা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, তবে যার উপর যুলুম করা হয়েছে তার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র।" (সূরা নিসা: ১৪৮)

আল্লাহ তাআলার বাণী 'লা ইউহিব্বু'-এর তাৎপর্য এই যে, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কোন পাপের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলে আল্লাহ তাআলা তা প্রকাশকারীকে শাস্তি দিবেন। 'আল-জাহরা বিস-সু' অর্থ বদদোয়াও হতে পারে। যেমন ইমাম রাযী (র) তফসীরে কবীরে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাতে লিখেছেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপর ব্যক্তির বদদোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে যে ব্যক্তি যুলুমের শিকার হয়েছে সে

যালেমকে বদদোয়া করলে তা বৈধ হবে। অথবা শব্দটির অর্থ দোষ বর্ণনা করাও হতে পারে। যেমন আল্লামা বাগাবী (র) মুজাহিদ (র)-এর বরাতে নকল করেছেন। অথবা উভয় অর্থই হতে পারে, যেমন তাফসীরে জালালাইনে গ্রহণ করা হয়েছে। তখন আয়াতের তাৎপর্য হবে: কোন ব্যক্তি জনসমক্ষে অপর ব্যক্তির দোষক্রটি প্রকাশ করলে অথবা তাকে বদদোয়া করলে আল্লাহ তাআলা দোষ চর্চাকারী ও বদদোয়াকারীকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি যুলুমের শিকার হয়েছে সে-যালেমকে বদদোয়া করলে বা তার করলে সেটা বৈধ হবে।

মহানবী (স.)-এর যুগে এক প্রতি কতক লোকের মেহমান হতে চাইলে তারা। তাকে মেহমান হিসাবে স্বাগত জানায় নি। যে প্রকাশ্যে তাদের বদনাম করলো। বেয়ে কিরাম (রা.) সম্পুষ্ট হলেন এবং তার প্রতি ক্ষেদে গেলেন। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাআলা অত্যাচারিত বাড়িতে গীবত করার অনুমতি দান করেন। এ ঘটনা মুসনাদে আবদুর রাজ্জাকে মুজাহিদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে এবং কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথিও তাফসীরের মাযহারীতে তা নকল করেছেন।

হাদরামাওতের এক বাতি কিম্বা গোত্রের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মহানবী (স.)-এর দরবারে এ মর্মে অভিযোগ করলো যে, শেষোক্ত ব্যক্তির পিতা প্রথমোক্ত বাড়ির এক খণ্ড ছামি জবরদখল করে নিয়েছে। মহানবী (স.) সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে পরীক্ষারের বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন। (অনুঘটন)

দুই)

কোন ব্যক্তি কোন দোষের কাজে বা পাপাচারে লিপ্ত থাকলে সে সম্পর্কে মিন ব্যক্তিতে অবহিত করা গীবত হবে না, যে তাকে ব্যরণ করতে পারবে, উপদেশ দিতে পারবে বা তার উপর প্রভাব খাটিয়ে তার সংশোধন করতে পারবে। কারণ এ ধরনের গীবতের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিরই উপকার হয়। গীবতের এ পন্থা মাতালিবুল মুমিনীন, আইদুল ইসম, সীরাতে আহমাদিয়া, রুদ্দুল মুহতার, তানবীরুল আবসার, ইহয়াউ উলুমিদ-দীন, নুযহাতুল মাজালিস, শারহু সহীহ মুসলিম ও মুনতাখাবুল আনফাস প্রভৃতি গ্রন্থে বৈধ বলা হয়েছে।

কুফার গভর্নর হযরত সাদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে অনেক ব্যাপারে জনগণ খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর নিকট নালিশ করলো। একটি অভিযোগ আছিল যে, তিনি উত্তমরূপে নামায পড়েন না এবং নামাযের কিরাআত ঠিকমত পড়েন না। খলীফা তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করে হযরত আম্মার (রা.)-কে তদস্থলে গভর্নর নিয়োগ করেন। (বুখারী, বাব কিরাআতিল ইমাম ওয়াল-মামুর)

এ ঘটনা থেকে জানা গেল, মানুষকে দোষ-ক্রটিমুক্ত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা বৈধ। তা না হলে হযরত উমর (রা.) কুফাবাসীদের নালিশ শুনতে প্রস্তুত হতেন না, কারণ গীবত শোনাও অন্যায়।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:

الْمُسْتَمِعُ شَرِيكُ الْمُغْتَابِين . َ

"গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীদের পাপে অংশীদার।"

সিরিয়ার গভর্নর হযরত উমর (রা.)-এর নিকট লিখে পাঠালেন, এখানে আবু জানদাল নামে এক ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি এ উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলেন যে, হযরত উমর (রা.) তাকে উপদেশ দিলে হয়ত সে সংশোধন হয়ে যাবে। উমর (রা.) নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করে একটি পত্র পাঠান।

সাস (রা.)-এর বিরুদ্ধে অনেক ব্যাপারে জনগণ খলীফা হয়তার উমর (রা.)-এর নিকট নালিশ করলো। একটি অভিযোগ এ ছিল যে, তিনি উত্তমরূপে নামায পড়েন না এবং নামাযের কিরাআত ঠিকমত পড়েন না। খলীফা তাসের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করে হযরত আম্মার (রা.)-কে তদস্থলে গভর্নর নিয়োগ করেন (ইল-মামুর) এ ঘটনা থেকে জানা গেল, মানুষকে দোষ-ক্রটিমুক্ত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা বৈধ। তা না হলে হযরত উমর (রা.) কুফাবাসীদের নালিশ। শুনতে প্রস্তুত হতেন না, কারণ গীবত শোনাও অন্যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন। ُالْمُسْتَمِع ِشَرِيك َالْمُغْتَابِين . "গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীদের পাপে অংশীদার। সিরিয়ার গভর্নর হযরত উমর (রা.)-এর নিকট লিখে পাঠালেন, এখানে আবু জানদাল নামে এক বাক্তি মদ্যপানে অভান্ত হয়ে পড়েছে। তিনি এ উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলেন যে, হযরত উমর (রা.) তাকে উপদেশ দিলে হয়ত সে সংশোধন হয়ে যাবে। উমর (রা) নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করে একটি পত্র পাঠান।

-هُم - ْتَنْزِيل ُالْكِتَاب ِمِن َاللَّه ِالْعَزِيز ِالْعَلِيم ِغَافِر ِالأَن ْوقَابِل ِالتَّوْب ِشَدِيد ِ
الْعِقَاب ِفِي الطَّول ِلَا إِلَه َإِلَّا هُو َإِلَى الْمَصِير . ُ

"হা-মীম। এ কিতাব (কুরআন) মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, প্রাচুর্যময়। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন।" (সূরা মুমিন: ১-৪)

আবু জানদাল পত্রান্তরে উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এবং মদ্যপান পরিহার করে তওবা করেন। (ইমাম গাযালীর ইহইয়াউ উলুমিদ-দীন, অধ্যায় গীবত)

(তিন)

লজ্জা দিয়ে পাপ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে গীবত করা জায়েয। কোন ব্যক্তি কোন দোষের কাজে লিপ্ত থাকলে এ উদ্দেশ্যে তার গীবত করা বৈধ যে, তার দোষের কথা অপর ব্যক্তি জেনে ফেলেছে এ কথা জানতে পেরে সে লজ্জিত হয়ে দোষের কাজ পরিহার করবে।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশির বিরুদ্ধে নালিশ করলো। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন। পুনরায় সে নালিশ করলে এবারও তিনি তাকে ধৈর্যধারণ করতে বললেন। তৃতীয়বার ীয়বার সে তার প্রতিবেশীর গীবত করলে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেনঃ তোমার ঘরের জিনিসপত্র বাইরে রাস্তায় ফেলে দাও। তোমার প্রতিবেশী তা দেখে লজ্জিত হয়ে তোমাকে কষ্ট দেয়া ত্যাগ করবে। সত্যিই সে মহানবী (স.)-এর কথামত নিজের ঘরের মালপত্র রাস্তায় ফেলে দিল। লোকেরা রাস্তা অতিক্রমকালে তাকে মালপত্র রাস্তায় নিক্ষেপের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে, তার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দিচ্ছে। প্রতিবেশীর কানে এ খবর পৌঁছলে সে লজ্জিত হয় এবং প্রতিবেশীর নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়। (ইহয়াউ উলুমিদ-দীন, হুকুকুল জাওয়ার অধ্যায়)

(চার)

কোন আলেম বা মুফতীর নিকট মাসআলা জানার উদ্দেশ্যে তার প্লট তৈরি করার জন্য কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করলে তাতে কোন দোষ নেই। যেমন কোন ব্যক্তি বললো যে, তার পিতা মারা গেছে এবং তার পিতার নিযুক্ত ওসী তাকে ঠিকমত খরচপাতি দিচ্ছে না। এ অবস্থায় আমাকে ফতোয়া দান করুন। ইহয়াউ উলুমিদ দীন, নুযহাতুল মাজালিস, শারহু সহীহ মুসলিম, রুদ্দুল মুহতার প্রভৃতি গ্রন্থে এ পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে। আবু সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রীর হিন্দা মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে গীবত করলো যে, তিনি খুব

কৃপণ এবং স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ ঠিকমত দেন না। মহানবী (সা) বললেন: তুমি তার অজান্তে তার মাল থেকে প্রয়োজন মত নিয়ে যাও। (বুখারী, কিতাবুন নাফাকা)

পাঁচ)

কোন আলেম, মুফতী বা সাধকের নিকট কোন ব্যক্তির দোষত্রুটি এ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা যে, তিনি তাকে উপদেশ দান করবেন। ফলে সে সংশোধন হয়ে যাবে। গীবতের এ পন্থাও বৈধ। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) মহানবী (সা)-এর দরবারে লোকদের দোষত্রুটি বর্ণনা করতেন কিন্তু তার দ্বারা মুসলমানদের অপমান করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মহানবী (সা) নসীহত করবেন এবং ফলে সে সংশোধন হয়ে যাবে।

(ছয়)

কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত থাকলে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তাঁর গীবত করা বৈধ। যেমন কোন ব্যক্তি নামায পড়ে না অথবা লোকদের উপর যুলুম করে অথবা মদ পান করে ইত্যাদি। এজন্যই সাধক ও আলেমগণ স্বৈরাচারী শাসকের গীবত করেন। নুযহাতুল মাজালিস, রুদ্দুল মুহতার, শারহু সহীহ মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে এ প্রকারের গীবত বৈধ বলা হয়েছে।

সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া (র) বলেন, তিন ব্যক্তির গীবত করা বৈধ: যালেম শাসক, প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি, বিদআতী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তি যে অন্যদেরও বিদআত শিখায় (বায়হাকী থেকে দুররুল মানছুর গ্রন্থে)। হাসান বসরী অনুরূপ কথা বলেছেন। (ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন) পীর)-

ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী (র) বলেন, গীবত চার প্রকার:

(১) এক ব্যক্তিকে গীবত করতে দেখে অপর ব্যক্তি তাকে বললো, গীবত করো না। সে বললো, এটা গীবত নয়, আমি তার যথার্থ দোষত্রুটি বর্ণনা করছি। এ অবস্থায় গীবতকারী কাফের হয়ে যায়। কারণ হারামকে হালাল বলা কুফর।

2) কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নামোল্লেখ না করে এমন ভাষায় তার গীবত করলো যাতে শ্রোতারা বুঝে ফেললো যে, সে কার গীবত করছে। এ পন্থায় গীবতকারী মোনাফিক। কারণ বাহ্যত সে গীবত পরিহার করলেও মূলত গীবতে লিপ্ত রয়েছে।

(৩) কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নামোল্লেখ করে তার গীবত করলো এবং সে জানে যে, গীবত করা খারাপ। এ অবস্থায় সে গুনাহগার হবে।

(৪) কোন পাপাচারী ফাসেকের গীবত করা সওয়াবের কাজ। কারণ লোকেরা ফাসেকের এ বদনামি শুনে তার সম্পর্কে সতর্ক হতে পারবে

গ্রন্থকার বলেন, ফাসেক ব্যক্তির গীবত করা দু'টি কারণে বৈধ:

(১) সে লোকমুখে তার দুর্নামের কথা শুনতে পেয়ে লজ্জিত হয়ে হয়তো পাপাচার থেকে বিরত হবে। যে ব্যক্তি ফাসেক তাকে সালাম করা মাকরূহ।

(২) আল্লাহর দৃষ্টিতে ফাসেকের কোন মর্যাদা নেই।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেনঃ

إِذَا مَدِح َالْفَاسِق ُغَضِب َالرَّب ُّتَعَالَى .

"যখন পাপাচারী ফাসেকের প্রশংসা করা হয় তখন মহান প্রভু অসন্তুষ্ট হন।" (বায়হাকী সূত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু হিফজুল-লিসান)।

(সাত)

এক ব্যক্তি দ্বারা অপর ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কিন্তু সে অবহিত নয় যে, তার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ অবস্থায় তার গীবত করা বৈধ, যাতে সে অন্য লোকের ক্ষতির কারণ না হয়। ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, নুযহাতুল মাজালিস, মাতালিবুল মুমিনীন, রদ্দুল মুহতার, শারহু সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে গীবতের এ শ্রেণীকে অনুমোদন করা হয়েছে।

যেমন কোন ব্যক্তি গোপনে পাপাচারে লিপ্ত আছে এবং কোন আলেম ব্যক্তি তার সাথে উঠাবসা করছে। এ অবস্থায় তার সাথে উঠাবসা করার কারণে হয়ত আলেম ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে

যেতে পারে। সুতরাং লোকদের সতর্ক করার জন্য তার দোষক্রুটি প্রকাশ করে দেয়া বৈধ। অথবা কোন ব্যক্তি এর কথা ওর কানে এবং ওর কথা এর কানে দিয়ে মানুষের মধ্যে বিবাদ বাধায়। এ অবস্থায় তার গীবত করা রৈধ। অথবা বিচারকের আদালতে কেউ মোকদ্দমা দায়ের করলো বিবাদী সাক্ষীগণের মিথ্যাচার, দোষক্রুটি ও অযোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত করা। এ অবস্থায় আদালতের সামনে তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া বিবাদীর জন্য বৈধ।

তবে মনে রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তি গোপনে কোন খারাপ কাজে লিপ্ত থাকলে এবং তার দ্বারা অপরের কোন ক্ষতি না হলে তার গীবত করা বৈধ নয়। এ জাতীয় দোষ ক্রুটি প্রকাশ করে দিলে আল্লাহ তাআলা মানুষের সামনে দোষ প্রকাশকারীকে অপমানিত করবেন। (ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন)

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেনঃ

من سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتُهُ حَتَّى يَفْتَضَحَ بِهَا فِي بَيْتِهِ.

"যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষক্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষক্রুটি গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইয়ের দোষক্রুটি প্রকাশ করে দেয়, আল্লাহ তাআলা তার দোষক্রুটি প্রকাশ করে দিবেন, এমনকি তার ঘরেও তার দোষচর্চা হতে থাকবে।" (নুযহাতুল মাজালিস, বাবুল ইহসান ইলাল ইয়াতীম)

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

. "কোন বান্দা পৃথিবীতে অপর বান্দার দোষক্রুটি আড়াল করে রাখলে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিনে তার দোষক্রুটি আড়াল করে রাখবেন।" (মুসলিম)

(আট) যে ব্যক্তি নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে পাপ কাজ করে বেড়ায় এবং কেউ সমালোচনা করলে বা সতর্ক করলে তার কোন প্রভাব তার উপর পতিত হয় না। এ ধরনের লোকের গীবত করা বৈধ।

এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নয়নমণি হযরত হুসায়েন (রা.)-এর হত্যাকারীদের গীবত করতেন এবং তাদের ভর্ৎসনা করতেন। কারণ তারা ছিল নির্লজ্জ এবং তারা নিজেদের দোষকে পরিপক্ক বৃদ্ধির কাজ মনে করতো। গীবতের এ পন্থাকে ইহইয়াউ

উলুমিদ-দীন, আইনুল ইলম, দুররুল মুখতার, রুদ্দুল মুহতার, মাতালিবুল মুমিনীন ও সীরাতে আহমাদিয়া গ্রন্থে অনুমোদন করা হয়েছে।

من التي جِلْبَاب َالْحَيَاء ِفَلَا غَيْبَةَ َلَه . ُ

"যে ব্যক্তি লজ্জার আরবণ ছিন্ন করলো তার দোষচর্চা গীবত নয়।" (মোল্লা আরী আলী-কারীর শারহু আইনুল ইলম)

শেখ সাদী (র) বলেন, তিনি ব্যক্তির গীবত করা বৈধ: বেহায়া, স্বৈরাচারী শাসক এবং যার গোপন পাপাচার অন্যদের ক্ষতির কারণ হয়।

ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত লাভের পর ইরাকের এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো, পরিধেয় বস্ত্রে মশা-মাছির রক্ত লেগে গেলে সে বস্ত্রে নামায হবে কিনা। ইবনে উমর (রা.) হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকারীদের অভিসম্পাত করে বলেন, আল্লাহু আকবার। এ ইরাকীরা এতটা খোদাভীরু হয়ে গেল যে, মশা-মাছির রক্ত সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করছে। অথচ তারাই ইমামকে হত্যা করে তাঁর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছিঃ "হাসান ও হুসাইন এ পৃথিবীতে আমার দু'টি ফুল।" (জামে-আত-তিরমিযী, বাব মানাকিবিল হাসান ওয়াল হুসাইন।

(নয়)
দুঃখ ও আক্ষেপের আকারে গীবত করা বৈধ। খিয়ানাতুর রিওয়ায়াত, তানবীরুল বাসাই, রুদ্দুর মুহতার ও সীরাতের আহমাদিয়া গ্রন্থে এ প্রকারের গীবত অনুমোদন করা হয়েছে। যেমন আফসোস। অমুক ব্যক্তি নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, যাকাত দেয় না। কারো কোন খারাপ কাজে আক্ষেপ করা উত্তম। কোন মুসলমানকে শয়তানের নিকট পরাজিত হয়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখে তার অবস্থার প্রতি করুণা করা উচিত। কোন কোন কালাম শাস্ত্রবিদ বলেন, কোন ব্যক্তির দোষক্রটি চর্চা করা তাকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যে, তা গীবত হিসেবে গণ্য হবে, তবে আফসোস প্রকাশ করা হলে তা গীবত হবে না। (খযিনাতুর রিওয়ায়াত)

(দশ) কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ না করে তার গীবত করা বৈধ। বাযযাযিয়া, সীরাতে আহমাদিয়া, দুররুল মুখতার, খযিযানাতুর রিওয়ায়াত ও তামবীহুল গাফিলীন গ্রন্থে এ পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে।

(এগার)

কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন উপাধিতে প্রসিদ্ধ হলে এবং তাতে তার কোন দোষের প্রতি ইঙ্গিত থাকলে তাকে সে উপাধিতে স্মরণ করায় কোন দোষ নেই। কারণ ঐ উপাধিতে তার পরিচয় না দিলে লোকেরা তাকে চিনতে পারবে না। যেমন এক ব্যক্তি 'আরজ' (বিকলাঙ্গ) উপাধিতে পরিচিত। মুহাদ্দিসগণ এই উপাধির একজন রাবীর হাদীস উক্ত উপাধিসহ বর্ণনা করেছেন। তবে শুরুটা সরুর উক্তরূপ উপাধিতে স্মরণ পরিহার করাই উত্তম। ইহইয়াউ উলুসিভীন, সুজাতুল মাজালিস, রুদ্দুল মুহতার, মাতালিবুল মুমিনীন ও শারহু সহীহ মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে এ পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে।

(বার)

রুদ্দুল মুহতার (শামী) গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, দ্বীন ইসলামকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে গীবত করা বৈধ। যেমন মুহাদ্দিসগণ হাদীসের রাবীসের বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার সম্পর্কে চুলছেরা বিশ্লেষণ করে কোন রাবী সম্পর্কে বলেছেন, সে ডাহা মিথ্যাবাদী, তার স্মরণশক্তি দুর্বল, সে মনগড়া হাদীস বর্ণনা। করে, সে প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) রাবী। অতএব তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

(তের)

মানুষকে পাপাচার বা তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য কোন জীবিত ব্যক্তির বা মৃত ব্যক্তির গীবত করা এবং এর সাথে তার শাস্তির কথা উল্লেখ করা বৈধ। যেমন অমুক ব্যক্তি দোযখের উপযোগী, কারণ সে হাড়কিপ্টা রুপন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকদেরকে কৃপণতা পরিহারে উদ্বুদ্ধ করা। অথবা অমুক ব্যক্তি জীবদ্দশায় সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকতো, মরার পর সে কবরে শাস্তি ভোগ করাছে অথবা অমুক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে, কারণ সে এ গুনাহ করেছিল। অথবা আমি স্বপ্নে অমুক ব্যক্তিকে এ শান্তিতে নিমজ্জিত দেখেছি। এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অপমান করা উদ্দেশ্য নয়, বরং মানুষকে পাপাচারের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করাই উদ্দেশ্য।

গীবতের অপকারিতা ও তার পরিণতি

,গীবতের অপকারিতা

গীবতের দ্বারা ক্ষতি হয় পার্থিব জগতে ও পরজগতেও। গীবতকারী দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গীবতের ক্ষতি নিম্নরূপ।

(এক)

গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না। যে ব্যক্তি অনবরত গীবতে লিপ্ত থাকে সে খুব কমই অনুতপ্ত হয়। তাই তার দোয়া কবুল হয় না এবং তার প্রতি করুণা বর্ষিত হয় ন। লোকেরা ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র)-এর নিকট অভিযোগ করলো যে, তারা দোয়া করছে কিন্তু কবুল হচ্ছে না, এর কারণ কি? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আটটি দোষ রয়েছে, ফলে তোমাদের অন্তরের সজীবতা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই তোমাদের দোয়া কবুল হয় না।

(১) তোমরা আল্লাহর মহত্ব স্বীকার কর কিন্তু তাঁর অধিকার আদায় কর না, তাঁর বিধানের আনুগত্য কর না।

(২) তোমরা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কর কিন্তু কুরআনে বর্ণিত বিধান তদনুযায়ী আমল কর না।

(৩) তোমরা মুখে মুখে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ কর কিন্তু তাঁর হাদীস মোতাবেক জীবন-যাপন কর না। অথচ ভালবাসার দাবি এই যে, কাউকে ভালবাসলে তার মর্জি অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

(৪) তোমরা কথায় কথায় বল যে, তোমরা মৃত্যুর ভয় কর, কিন্তু তার প্রস্তুতি স্বরূপ ইবাদত কর না। অথচ কোন ব্যক্তি যে জিনিসকে ভয় করে সে তা থেকে মুক্তি লাভের পথ অন্বেষণ করে।

(৫) মহান আল্লাহ্ বলেন।

إِنَّ الشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ـ

"শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব শয়তানকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর।" (সূরা ফতঙ্কঃ)

অথচ তোমরা অহরহ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে রয়েছে এবং শয়তানকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছ।

(৬) তোমরা মুখে বলছো যে, তোমরা দোযখকে ভয় কর, কিন্তু নিজেরাই নিজেদের দোযখে নিক্ষেপ করছ।

(৭) তোমরা বেহেশতে যাওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করছ অথচ বেহেশতে যাওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করছ না।

(৮) তোমরা অপরের দোষ চর্চা (গীবত) করছ অথচ নিজেদের দোষের প্রতি ভ্রূক্ষপ করছ না। এসব কারণে তোমাদের অন্তর মরে গেছে। তাই তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হচ্ছে না এবং তোমাদের দোয়া কবুল হচ্ছে না।

(দুই)

গীবতের কারণে আমলনামা থেকে সৎ কাজের পরিমাণ কমে যায়। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা.) বলেন, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার আমলনামায় এমন কিছু নেক আমল দেখতে পাবে যা সে কখনও করেনি। সে বলবে, হে প্রভু! এসব নেক কাজ তো আমি করিনি, তা কিভাবে আমার আমলনামায় যুক্ত হলো? তখন মহান আল্লাহ বলবেন, যেসব লোক তোমার গীবত করেছে তাদের আমলনামা থেকে তাদের নেক কাজ বিয়োগ করে তা তোমার আমলনামায় লিখে দেয়া হয়েছে। (তামবীহুল গাফলীন, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)

উক্ত সাহাবী থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার আমলনামায় তার কোন কোন নেক আমল লিপিবদ্ধ না দেখে জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহ্! আমি তো পার্থিব জীবনে অনেক নেক কাজ করেছি অথচ তা আমার আমলনামায় দেখতে পাচ্ছি না। তখন মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি অমুক অমুক লোকের গীবত করেছ। তাই তোমার আমলনামা থেকে তা বিয়োগ করে তুমি যে ব্যক্তির গীবত করেছ তার আমলনামায় তা যোগ করে দিয়েছি। (তারগীব তারহীব)

হাসান বসরী (র) জানতে পারলেন যে, এক বাক্তি তাঁর গীবত করছে। তিনি তার জন্য কিছু উপহার সামগ্রী পাঠালেন এবং বললেন, তুমি আমার গীবত করে তোমার নেক আমল আমাকে দিয়ে দিয়েছো। তাই তোমার জন্য এ উপহার সামগ্রী (নুযহাতুল মাজালিস)

একনা রাসুলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। দেউলিয়া কে তা কি তোমরা জান? সাহাবীগণ বললেন, যার কোন অর্থ সম্পদ নাই। রাসূল (স.) হারলেন। না অর্থ-সম্পদহীন ব্যক্তি দেউলিয়া নয়। বরং কিয়ামতের দিন দেখা যাবে কোন ব্যাক্তি এমন উপস্থিত হয়েছে যে, সে প্রচুর নামায-রোযা করেছে, যাকাত দিলরছে কিন্তু সে কারো জায়গা-জমি, অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো গীবত করেছে, কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অত্যাচার করেছে বা

হত্যা করেছে। সেদিন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্য পূর্ণরূপে পরিশোধ করে দিবেন। অতএব উপরোক্ত বদকাজের কারণে সে লোকের আমলনামা থেকে তার নেক আমল কেটে দেয়া হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, তার আমলনামায় কোন নেক আমল আর বাকি নেই। প্রকৃতপক্ষে এ বাক্তিরাই হল দেউলিয়া। (বাগাবীর মাআলিমুত তানযীল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

(তিন)

বীবতের কারণে বদকাজের পরিমাণ বেড়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন।
إِيَّاكُمْ وَالْعِيبَةَ فَإِنَّ فِيْهَا ثَلَاكَ النَّابِ لَا يَسْتَمَدُ لَهُ السَّمَا ولا يقبل له الحسنك ويزداد عليه السيناك"

সাবধানা তোমরা দীবত থেকে দূরে থাক। কারণ বীষজের মধ্যে তিনটি বিপর হয়েছে। বীবতকারীর দোয়া কবুল করা হয় না, তার সৎ কাজসমূহও কবুল করা হয় না এবং তার আমলনামায় তার পাপ স্বর্ধিত হতে থাকে।" (ঋযিনাতুর বিওয়ায়াত)

(চার)

(চার) গীবতকারীর সৎ কাজ কবুল হয় না। যেমন উপরের হাদীস থেকে আমারা জানতে পেরেছি এবং এই সম্পর্কে
রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেন:

مَا النَّارُ فِي الْيَبْسُ بِأَسْرَعَ مِنَ الْغِيْبَةِ فِي حَسَنَاتِ العبد .

"বান্দার নেক আমল গীবতের দ্বারা যত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় আগুনও তত দ্রুত শুকনা বস্তু ধ্বংস করতে পারে না।" (ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন)

অর্থাৎ শুকনো কাঠে আগুন লাগলে তা কত দ্রুত জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায় তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। কিন্তু গীবত তার চেয়েও দ্রুত গতিতে নেক আমলসমূহ ধ্বংস করে দেয়। অনন্তর গীবতকারী কিয়ামতের দিন কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হবে, অপমানিত ও লজ্জিত হবে, নিজের দেহের গোশত চিবিয়ে খাবে, নখের আঁচড়ে নিজের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করবে, দোযখে যাবে সর্বাগ্রে কিন্তু জান্নাতে যাবে সবশেষে। তাছাড়া গীবতের আরও বহু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন গীবতকারী আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তার শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, শয়তান তার প্রতি প্রসন্ন হয়, সে আল্লাহর অসন্তোষের শিকার হয় ইত্যাদি।

(পাঁচ)

রাসূলুল্লাহ (স.) গীবতকারীকে পুনরায় রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দুই রোযাদার ব্যক্তি মহানবী (স.)-এর সাথে আসরের নামায পড়লো। আসরের নামাযের পর তিনি তাদের বললেনঃ তোমরা উভয়ে ওযু করে যোহর ও আসরের নামায পুনরায় পড়ে নাও এবং রোযাও কাযা কর। তারা বললো, হে আল্লাহ রাসূল। কেন আমাদের জন্য এ হুকুম? তিনি বললেন: তোমরা রোযা অবস্থায় গীবত করেছে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল গীবাত)

একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন: আজ যেন কেউ আমার নির্দেশ দেয়ার পূর্বে ইফতার না করে। সন্ধ্যা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে ইফতার করতে থাকে। এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল। দুই যুবতী নারী আমার ঘরে রোযাদার। তারা আপনার নিকট আসতে লজ্জাবোধ করছে এবং ইফতার করার অনুমতি চাচ্ছে। এ কথা শুনে মহানবী (স.) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পরপর তিনবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তৃতীয়বারের পর মহানবী (স.) বললেন, তাদের রোযা হয়নি। কারণ যে ব্যক্তি দিনভর মানুষের গোশত খায় (গীবত করে বেড়ায়) তার রোযা কিভাবে হতে পারে? তাদের দু'জনকে এখানে এসে বমি করতে বল। তারা তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে রাসূল (স.) তাদের একটি পাত্রে বমি করতে বলেন । তারা পুঁজ মিশ্রিত রক্তবমি করলো। মহানবী (স.) বলেন: এ দুই নারী সারাদিন এক জায়গায় বসে মানুষের গোশত খেয়েছে। (ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন)

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: এমন চারটি জিনিস আছে যার দ্বারা ওযু নষ্ট হয়ে যায়, নেক আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং রোযাও বাতিল হয়ে যায়। তা হলে: গীবত, চোগলখোরি, মিথ্যাচার এবং বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত। এ চারটি পাপাচারের শিকড়কে সজীব করে, যেভাবে পানি গাছের শিকড়কে সজীব করে। (তামবীহুল গাফিলীন)

মহানবী (স.) আরও বলেন: এমন পাঁচটি জিনিস আছে যার দ্বারা রোযা নষ্ট হয়ে যায়। সেগুলো হলো: মিথ্যাচার, চোগলখোরি, গীবত, মিথ্যা শপথ এবং কোন নারীর প্রতি কামভাব নিয়ে তাকানো (ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, রোযা অধ্যায়)।
রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه .:

"যে ব্যক্তি (রোযা থেকেও) মিথ্যাচারী ত্যাগ করতে পারলো না তার পানাহার ত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহর কিছু যায় আসে না।" (তিরমিযী)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার রোষার কোন মূল্য ও মর্যাদা দেন না। মোল্লা আলী আল-কারী (র) মিরকাত গ্রন্থে লিখেছেন, 'কাওলায-যুর' অর্থ বাতিল কথা, তা মিথ্যাই হোক অথবা গীবত, চোগলখোরি, যা মানুষের পরিহার করা কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেন:

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوبِه اَلَّا الجُمْعَ وَالْعَطَش . "কত রোযাদার আছে যারা রোযার দ্বারা ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছুই পায় না।" (ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, সাওম অধ্যায়)

,গীবতের পরিণতি

একটি ঘটনা

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের ঘটনা। এক ব্যক্তি এক দল লোকের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাহাদিগকে ছালাম করিল। অতঃপর দে যখন আগাইয়া গেল তখন সেই জামায়াতের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, আমি আল্লাহর জন্যই ঐ ব্যক্তিকে ঘৃণা করি। উপস্থিত লোকেরা তাহার এই মন্তব্যকে পছন্দ করিল না এবং তাহাকে বলিল যে, তোমার এই মন্তব্যের কথা আমরা সেই ব্যক্তিকে জানাইয়া দিব। সেমতে তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে সেই পথিকের পিছনে পাঠানো হইল এবং সে আগাইয়া গিয়া তাহাকে বিস্তারিত অবস্থা জানাইয়া আসিল। পরে সেই পথিক নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া ঘটনার বিবরণ প্রদানপূর্বক আরজ করিল, যেন সেই ব্যক্তিকে তলব করা হয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে ডাকাইয়া ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, এই কথা সত্য যে, আমি তাহার সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সেই ব্যক্তিকে ঘৃণা করার কারণ কি? সে আরজ করিল, এই ব্যক্তি আমার প্রতিবেশী এবং তাহার সম্পর্কে আমি ভালভাবে অবগত। তাহাকে ঘৃণা করার কারণ হইল, এই ব্যক্তি ফরজ নামাজ ব্যতীত অন্য কোন নামাজ পড়ে না। এই কথার জবাবে অভিযুক্ত ব্যক্তি আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি নামাজে কখনো বিলম্ব করি? কিংবা আমার অজু, নামাজের রুকু-সেজদা ইত্যাদিতে সে কখনো কোন ত্রুটি দেখিয়াছে কি? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সে জবাব দিল- না; এই ব্যক্তি নামাজে কখনো বিলম্ব করে না। সে উত্তমরূপে অজু করে এবং রুকু-সেজদাগুলিও যথাযথভাবে আদায় করে। কিন্তু আমি তাহাকে রোজার মাস ব্যতীত অন্য কোন সময় রোজা রাখিতে দেখি নাই। রমজান মাসে তো নেককার-বদকার নির্বিশেষে সকলেই রোজা রাখে। লোকটি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি কখনো রমজানের রোজা ভঙ্গ করিয়াছি, না রমজান মাসের হক আদায়ে কোন ত্রুটি করিয়াছি। আল্লাহর

নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বাদিক, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, এই ব্যক্তি রমজান মাসে গাবন্দির সাইত রোজা রাখে এবং রমজান মাসের হক পরিপূর্ণভাবেই আদায় করে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়াছি, এই ব্যাক্তি কখনো ফকীর-মিসকীনতে কিছু দান করে না এবং আল্লাহর পথে জাকাত ব্যতীত অন্য কিছুই দান করে না। অথচ জাকাত সকলেই আদায় করিয়া থাকে। অভিযুক্ত ব্যক্তি আবজ করিল, হে আল্লাহর নবী। আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি জাকাত মাদারে কখনো কোন ত্রুটি করিয়াছি কিং না কোন জাকাতপ্রার্থীকে ফিরাইয়া দিয়াছি। তিনি এই বিষয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে আরজ করিল, এই কথা সত্য যে, এই ব্যক্তি সময় মত জাকাত আদায় করে এবং এই বিষয়ে কখনো বোন ত্রুটি করে না। এইবার রাসূল ছারারাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযোগকারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি এখান হইতে উঠিয়া যাও। সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি তোমার চুলনায় উত্তম (এবং তুমি তাহাকে মন্দ বলিতেছ।)

Today

গীবতকারী নিজের চেহারায় নিজেই আঁচড় কাটবে

عن البي بن ماللي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما فرع بي مررت بقوم لهم القار من نحاس المشون َوُجُوهَهُم ْوَصُدُورَهُم ْفَقُلْت ُمَن ملاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أغراضهم.

হজরত আনাস বিন মালেক রাদি, দীর্ঘদিন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে একান্ত খাদেম বা গৃহভৃত্য ছিলেন। একাধারে দশ বছর নিবিষ্ট মনে নবিজির খেদমতের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আমাকে যে রাতে আকাশের মিরাজ করানো হয়, সেই রাতে আমি একদল লোক অতিক্রম করেছি, যারা নিজেরাই নিজেদের নখ দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি হজরত জিবরিল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এরা কারা?

তিনি আমাকে জানালেন, ওরা হচ্ছে সেই লোক; যারা দুনিয়াতেমানুষের গোশত খেত। তাদের ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন করে। বেড়াত।

গীবত করা ব্যভিচার থেকে জঘন্য পাপ

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্নভাবে গীবতের অনিষ্টের প্রকটতা বুঝিয়েছেন। সেগুলোকে আমাদের চোখের সামনে রাখতে হবে। তাহলে আমাদের মনেও গীবতের ভয়াবহ অনিষ্ট গেঁথে যাবে। মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে গীবতের অনিষ্ট উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন। বাস্তবজীবনে গীবত পরিহার করার সুযোগ দান করুন।

উক্ত হাদিসে আমরা দেখেছি যে, গীবতকারীদের চূড়ান্ত পরিণতি কী দাঁড়াচ্ছে? কীভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের নখ দিয়ে নিজেদের মুখে আঁচড় কাটছে। অপর এক হাদিসে এসেছে - যদিও হাদিসটি সনদের বিচারে ততটা মজবুত নয়; কিন্তু অর্থের মানদণ্ডে সেটি বিশুদ্ধ- যেখানে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, গীবতের গুনাহ জিনার গুনাহের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ না করুন, যদি কোনো ব্যক্তি জিনায় লিপ্ত হয়, তাহলে পরবর্তীতে যখন সে অনুতপ্ত হবে, অনুশোচনা বোধ হবে, তখন সে

তাওবা করে নেবে। ইনশাআল্লাহ সে ক্ষমাও পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির গীবত করা হলো, যাকে অসম্মানিত করা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মাফ নেই।

গীবতকারীকে জান্নাতের দরোজা থেকে ঠুকরে দেওয়া হবে

এক হাদিসে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে সমস্ত লোক গীবত করে বেড়ায়, তাদের কেউ কেউ দুনিয়াতে বাহ্যিকভাবে অনেক ভালো আমলকারী হবে। নামাজ, রোজাসহ বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের বিশাল ভান্ডার নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে উত্থিত হবে। কিন্তু যখন তারা . গীবত ও পরনিন্দা পুলসিরাতের কাছে আসবে, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, পুলসিরাত হলো একটি চিকন পুল। এটি জাহান্নামের ওপর দিয়ে উড়ন্ত ও ঝুলন্ত আকারে তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে এই পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে। জান্নাতী ব্যক্তিরা অনায়াসে এই পুলসিরাত পাড়ি দিয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। পক্ষান্তরে -আল্লাহ রক্ষা করুন- যাদের চূড়ান্ত ঠিকানা জাহান্নাম, তারা সেই পুলসিরাত থেকে নিচে টেনে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। গীবতকারীকে এই পুলসিরাতের শুরুতেই আটকে দেওয়া হবে। তাকে বলা হবে, তুমি সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। দুনিয়াতে তুমি যার গীবত করেছিলে, তার কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছ থেকে ক্ষমা না চাইবে এবং সে তোমাকে ক্ষমা না করবে-ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

গীবত সুদ থেকেও নিকৃষ্ট

এক হাদিসে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেছেন যে, সুদ এতটাই নিকৃষ্ট গুনাহ যে, তার মাঝে অসংখ্য অনিষ্ট রয়েছে। এই সুদ হলো অনেকগুলো গুনাহের সমষ্টি। যার সর্বনিম্ন গুনাহ হলো -আল্লাহ রক্ষা করুন- নিজের মায়ের সঙ্গে খারাপ কাজ করা। দেখুন, এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন। অন্য কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে এতটা রুঢ় শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। এরপর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট সুদ হলো, কোনো মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জতের ওপর আক্রমণ করবে। তাহলে দেখুন, এখানে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত সম্পর্কে কতটা কঠিন ধমকি দিয়েছেন।"

গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার নামান্তর

একটি হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দু'জন মহিলা রোজা রাখা অবস্থায় পরস্পর বিভিন্ন কথা-বার্তায় লিপ্ত হয়ে গেল। এক পর্যায়ে তাদের কথা-বার্তা গীবত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিছুক্ষণ পর এক সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খবর নিয়ে এলেন, হে রাসুল, দু'জন মহিলা রোজা রেখেছিল, এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। পিপাসায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহির মাধ্যমে মহিলা দু'জনের গীবত সম্পর্কে জেনে গেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা দু'জনকে নিয়ে আসতে বললেন। তাদের নিয়ে আসা হলো। তিনি দেখতে পেলেন ওই মহিলা দু'জনের অবস্থা সংকটাপন্ন। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি বড় পেয়ালা আনতে বললেন। পেয়ালা নিয়ে আসার পর তাদের একজন মহিলাকে পেয়ালার মধ্যে বমি করতে বললেন। ওই মহিলা বমি করল। তাতে দেখা গেল বমির মধ্যে রক্ত এবং তাজা গোশতের টুকরা রয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় মহিলাকে অনুরূপ করতে বললেন। সেও নির্দেশ পালন করল। অনুরূপ তার মুখ থেকেও রক্ত বমি এবং তাজা গোশতের টুকরা বের হয়ে এলো।

" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরা দু'জন যাদের গীবত করেছে এই গোশতগুলো তাদের। যদিও তোমরা দু'জন রোজা রাখা অবস্থায় হালাল খাদ্য বর্জন করেছ; কিন্তু অপর ব্যক্তির হারাম রক্ত, গোশত খেয়েছ। যদ্দরুন দু'জনের পেট হারাম রক্ত ও গোশত দ্বারা ভরে গিয়েছিল। তাই এ অবস্থা হয়েছে। এরপর বললেন, ভবিষ্যতে যেন কখনো তারা গীবত না করে। কেমন যেন আল্লাহ তাআলা গীবতের উপমা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যকরে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন, যেন আমরা গীবতের পরিণতি বুঝতে সক্ষম হই। আসলে আমাদের রুচি এতটাই খারাপ হয়ে গেছে যে, আমাদের অন্তর থেকে গুনাহের মন্দত্বের অনুভূতি চলে গেছে। তবে যে সব বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা সুরুচি ও বোধ দান করেছেন তাঁরা গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে থাকেন।

গীবতের পরিণতি বুঝাতে একটি শিক্ষণীয় স্বপ্ন

হজরত রিবয়ি নামে একজন তাবেয়ি ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, একবার আমি এক স্থানে গেলাম। সেখানে দেখতে পেলাম-লোকেরা পরস্পর কথা-বার্তা বলছে। আমিও সেখানে বসে গেলাম। এক পর্যায়ে সেখানে গীবত শুরু হয়ে গেল। আমার কাছে এ অবস্থাটা অপছন্দনীয় মনে হলে গীবত সেখান থেকে উঠে গেলাম। তখন আমি সেখান থেকে উঠে চাঙ্গ গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমার ধারণা হলো হয়তো সেখানে আর গীবত হচ্ছে না। তাই সেখানে গিয়ে আবার বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ এদির সেদিক কথা-বার্তা হওয়ার পর পুনরায় গীবত শুরু হয়ে গেল।

তবে এবার আমার হিম্মত কমে যাওয়ায় মজলিশ থেকে আর উঠলাম না। এখন আমি তাদের ওই গীবত শুনতে লাগলাম। আমি নিজেও তাদের গীবতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক দু' কথা বলে ফেললাম। এরপর মজলিশ শেষ হওয়ার পর আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।

রাতে শোয়ার পর স্বপ্নে দেখতে পেলাম-একজন কালো ব্যক্তি আমার জন্যে বড় পেয়ালা ভর্তি গোশত নিয়ে এসেছে। আমি ভালোভাবে তাকিয়ে দেখতে পেলাম সেগুলো শূকরের গোশত। ওই ব্যক্তি আমাকে বললেন, গোশতগুলো খাও। আমি বললাম, শূকরের গোশত কীভাবে খাব? আমি তো মুসলমান। কীভাবে শূকরের গোশত খাব?

লোকটি বলল, এগুলো তোমাকে খেতেই হবে। এরপর জবরদস্তি করে গোশতের টুকরা হাতে নিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। আমি যতই বাধ দিই, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে গোশতের টুকরা আমার মুখে পুরে দিতে লাগল। এক পর্যায়ে আমার মুখে বমি চলে আসছিল। তথাপি সে থামল না। এমন কঠিন অবস্থায় হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙল। এদিকে ঘুম থেকে ওঠার পর খানার সময় যখন আমি খেতে লাগলাম, তখন খাবার মধ্য থেকে স্বপ্নের মধ্যে শূকরের গোশতের যে দুর্গন্ধ ছিল তা অনুভব হতে লাগল। এমন কি যখন যা কিছু খেতে ইচ্ছে করি তাতেই ওই দুর্গন্ধ অনুভব হতে লাগল। তিন দিন পর্যন্ত এ দুর্গন্ধ আমার অনুভব হচ্ছিল।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বুঝতে পারলাম যে, এভাবে আল্লাহ আমাকে সতর্ক করেছেন যে, তুমি স্বল্প সময়ের জন্যে ওই মজলিশে গীবত করেছিলে, তার শাস্তি তোমাকে তিন দিন সহ্য করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

হারাম খাবারের অন্ধকার দিক

আসল কথা হলো, আমাদের যাপিত পরিবেশের খারাবির কারণে আমাদের অনুভূতিও খারাপ হয়ে গেছে। যার কারণে আজ আমরা কোনো গুনাহকে গুনাহ মনে করার অনুভূতিও হারিয়ে ফেলেছি। হজরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবি রহ. বলেন, একবার আমি এক দাওয়াতে অংশগ্রহণ করি। সেখানে এক দু' লোকমা খাবার খেয়েছিলাম। সেই খাবার কিছুটা সন্দেহপূর্ণ ছিল। মনের ভেতর সন্দেহ দানা বেঁধেছিল যে, সেই খাবার হারাম উপায়ে উপার্জিত ছিল। সেখান থেকে এক-দু' লোকমা খাবার খেয়ে ফেলার কারণে পরবর্তীতে কয়েক মাস পর্যন্ত আমি অন্তরের ভেতর তার অনিষ্টের ভয়াল অন্ধকার অনুভব করেছি। তখন বারংবার মনের মাঝে অসৎ ইচ্ছে জেগে ওঠত। গুনাহ করার বাসনা বারংবার উদগ্র হয়ে ওঠত। গুনাহের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করতাম।

গুনাহের অনেকগুলো প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যার একটি হলো, এর কারণে অন্তরের মাঝে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। সেই অন্ধকারের কারণে অন্য গুনাহ করার চাহিদা সৃষ্টি হয়। এভাবে এক গুনাহ থেকে আরেক গুনাহের দিকে মানুষের পদক্ষেপ চলে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুভূতি শুদ্ধ করে দিন।

হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক সফরে আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। পথ অতিক্রমকালে দুইটি কবর দেখিতে পাইয়া তিনি এরশাদ করিলেনঃ এই কবর দুইটিতে আজাব হইতেছে। আর এই আজাব কোন বড় গোনাহের কারণে হইতেছে না। এই কবরবাসীদের একজন মানুষের গীবত করিত এবং অপরজন পেশাবের ছিটা হইতে পরহেজ করিত না। অতঃপর তিনি একটি বা দুইটি তাজা খেজুরের ডাল আনাইয়া ভাঙ্গিয়া উভয় কবরের মধ্যে পুতিয়া দিয়া বলিলেনঃ যতক্ষন এই ডাল সজিব থাকিবে, ততক্ষণ তাহাদের কবরের আজাব হ্রাস করা হইবে।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যভিচারের অপরাধে হযরত মাআজকে প্রস্তরাগাতে শাস্তি প্রদান করিলে এক ব্যক্তি তাহার সঙ্গীর নিকট মন্তব্য করিল, লোকটিকে এখানে কুকুরের মত হত্যা করা হইয়াছে। (ঘটনাস্থল হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় এই দুই ব্যক্তি রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিল।) কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর একটি মৃত গাধা অতিক্রমকালে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দুই ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই মৃত গাধার গোশত ভক্ষণ কর। জবাবে তাহারা আরজ করিল, হে আল্লাহর নবী। আমরা কেমন করিয়া, মৃত গাধার গোশত ভক্ষণ করিব? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তোমরা, মাআজ আসলামী সম্পর্কে এই মাত্র যেই মন্তব্য করিলে তাহা এই মৃত গাধার গোশত ভক্ষণ করা অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট কর্ম। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পর হাসিমুখে সাক্ষাত করিতেন এবং তাঁহারা কখনো গীবত করিতেন না। আর গীবত না করাকে তাঁহারা উত্তম আমল মনে করিতেন। কিন্তু মোনাফেকদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ উহার বিপরীত। প্রকাশ্যে তাহারা ভাল ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু পরস্পরের অনিষ্ট সাধনে তাহারা সর্বদাই তৎপর থাকিত।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, একদিন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা রাখার হুকুম করিয়া বলিলেন, যতক্ষণ আমি অনুমতি না দিব, ততক্ষণ যেন কেহ ইফতারী না করে। সন্ধ্যায় একে একে সকলে আসিয়া ইফতারীর অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিল।

এই সময় এক ব্যক্তি আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল। আমার দুইটি কন্যাও রোজা রাখিয়াছে। তাহারা আপনার সম্মুখে আসিতে লজ্জা পাইতেছে। এক্ষণে আপনি অনুমতি দিলে তাহারাও ইফতারী করিবে। আল্লাহর রাসূল মুখ ফিরাইয়া লইলেন। লোকটি পুনরায় ইফতারীর অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি এরশাদ করিলেনঃ তাহারা রোজা রাখে নাই। যাহারা সারা দিন মানুষের গোশত খায়, তাহাদের আবার রোজা কিসের? তুমি গিয়া তাহাদিগকে বল, তোমরা রোজা রাখিয়া থাকিলে বমি কর। আল্লাহর নবীর নির্দেশ মত তাহারা বমি করিলে তাহাদের মুখ হইতে জমাট রক্ত বাহির হইল।

লোকটি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফিরিয়া আসিয়া ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি এরশাদ করিলেনঃ সেই সত্ত্বার কসম। যাহার আয়ত্বে আমার প্রাণ, আজ যদি এই জমাট গোশতের টুকরা তাহাদের পেট হইতে বাহির না হইত, তবে দোজখের আগুন তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিত। (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

অপর এক রেওয়ায়েতে উপরোক্ত ঘটনাটি এইভাবে বিবৃত হইয়াছেঃ আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরাইয়া লইলে লোকটি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল। খোদার কসম, তাহারা উভয়ে (ক্ষুধায় কাতর হইয়া) মৃত্যুর নিকটবর্তী হইয়াছে। এইবার তিনি এরশাদ করিলেনঃ তাহাদিগকে আমার নিকট লইয়া আস। তাহারা হাজির হইলে তিনি একটি পেয়ালা আনাইয়া উহাতে একজনকে বমি করিতে বলিলেন। নবীর নির্দেশ মত একজন উহাতে বমি করিলে রক্ত ও পুঁজে পেয়ালাটি পূর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর অপর মহিলাকেও বমি করিতে বলিলে সেও অনুরূপ বমি করিল।

এইবার তিনি এরশাদ করিলেনঃ তাহারা আল্লাহর হালালকৃত বস্তু দ্বারা রোজা রাখিয়াছে বটে, কিন্তু ইফতারী করিয়াছে হারাম বস্তু দ্বারা। একজন অপর জনের নিকট বসিয়া মানুষের গোশত খাইয়াছে (অর্থাৎ, মানুষের গীবত-শেকায়েত ও পরনিন্দায় লিপ্ত হইয়াছে)।

মোটকথা, গুনাহ হিসেবে গীবত খুবই ভয়ংকর। আল্লাহ যাকে সুস্থ অভিরুচি দান করেছেন সে ব্যক্তিই বুঝতে পারে যে, গীবতের মাধ্যমে আমি নিজের কী সর্বনাশ ডেকে আনছি। কাজেই এখন থেকেই গীবতের ভয়াবহতা অনুধাবন করতে শুরু করুন।

গীবত ত্যাগের উপকারিতা

গীবত পরিহার করা এবং বাকশক্তিকে মানুষের নিন্দা করা থেকে বিরত রাখার মধ্যে অনেক বড় বড় উপকারিতা রয়েছে। গীবত ত্যাগকারী অনেক সম্মানের অধিকারী হয়।

গীবত পরিত্যাগের কিছু উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১। গীবত করা মুসলমান ভাইদের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে সে এক জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে যায়।

২। গীবত করা যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে যেনার চেয়ে মারাত্মক একটি অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা করলো।

৩। গীবতের ফলে রোযার মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি গীবত পরিহার করলো সে তার রোযাকে রক্ষা করল।

৪। গীবতের দ্বারা উযুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য হানাফী মাযহাব মতে কোন ব্যক্তি উযু করার পর গীবতে লিপ্ত হলে বা মিথ্যা বললে তার পুনরায় উযু করা উচিত। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, দু'টি কারণে উযু নষ্ট হয়। পায়খানা- পেশাবের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হলে এবং কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলে। (বায়হাকী)

আয়েশা (রা। বাদন, ঘুমের দ্বারা যেভাবে উচু নষ্ট হয়, তেমনিভাবে মিথ্যাচার ও গীবতের কারণেও উচু নষ্ট হয়ে যায় (মুররে মানছুর)। অতএব যে বাক্তি গীবত ত্যাগ করলো যে নিয়ের উদ্বৃতে রক্ষা করলো, যে উর্দু ছাড়া নামায পড়া যায় না কুরআন স্পর্শ করা যায়।

৫। বীরত ত্যাগের মাধ্যামে কোন ব্যাক্তি হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে অর্থাৎ কবীরা গুনায় যেতে বেঁচে যেতে পারে। কুরআনে মজীদে গীবতকে হারাম ঘোষনা করা হয়েছে।

৬। গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী অপর বাক্তিকে আহত করে। সুফিয়ান সাওরী (ব) বলেন, আমি কোন ব্যক্তির গীবত করার চেয়ে তাকে তীর দিয়ে আহত করাটা সহজতর অপরাধ মনে করি। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে অনাতে আহত করা থেকে বিরত থাকল।

৭। যে ব্যক্তি নিজের বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং মানুষের গীবত করে বেড়ায় সে পরিশেষে অপমানিত হয়। অতএব গীবত ত্যাগ করে নিজেকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

৮। কোন ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে নিজের অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেনঃ

ار الْمُؤْمِن ُإِذا التَب كانت نقطة سوداء في قلب

. "মুমিন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরাত্মায় একটি কালো দাগ পড়ে যায়।" (ইবনে মাজা।

অতএব কোন ব্যক্তি গীবত পরিহার করলে তার অন্তরে দাগ পড়তে পারে না। ফলে তার অন্তর নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে।
৯। যে ব্যক্তি বীবত করে না সে কিয়ামতের দিন লজ্জিত ও অপমানিত হবে। না। কারণ সে মানুষের মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে।

গীবত পরিহার ইবাদাতের চেয়ে উত্তম

কোন কোন তাবিঈ বলেছেন, আমরা মহানবী (সা)-এর সাহাবীদের লক্ষ্য করেছি যে, তাঁরা গীবত প্রতিহত করাকে নামায-রোযার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন। (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন)। তা সত্ত্বেও নামায সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদাত এবং কোন মনীষী রোষাকে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কয়েকটি কারণে গীবত পরিহার করাকে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন।

যেমন, নামায-রোযা আল্লাহ্ তাআলার এমন ইবাদত যা পরিত্যাগ করলে কেবল আল্লাহর অসন্তোষের শিকার হতে হবে। কিন্তু গীবতের বেলায় আল্লাহর নির্দেশ লংঘিত হয় এবং বান্দার অধিকারও খর্ব হয়। আল্লাহর নাফরমানি ক্ষমাযোগ্য। কারণ তিনি বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ ও করুণাময়। এমনকি তিনি তাঁর নাফরমান কাফের বান্দাদেরও সুখ-শান্তি দান করেন। গুনাহগার বান্দা দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলে, অনুতপ্ত হলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবত এমন একটি পাপাচার, তাতে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেই পাপমুক্ত হতে পারবে না। গীবতকারী যতক্ষণ গীবতকৃত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা না চাইবে ততক্ষণ আল্লাহ্ পাক তার পাপ ক্ষমা করবেন না।। কারণ সে গীবত করে ব্যক্তির মান-সম্মানে আঘাত হেনেছে।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:

أَن مِن أَرْبَى الرِّبوا الْإِسْتَطَالَة فِي عُرْض الْمُسْلِم حَق . بِغَيْر"

অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সুদের পাপের চেয়েও মারাত্মক।" (বায়হাকী)

দ্বিতীয়তঃ

পাপাচার ত্যাগ করা ইবাদত করার চাইতে অধিক ফযীলতপূর্ণ। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ইবাদত করে না কিন্তু শরীয়াতে নিষিদ্ধ পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখে, সে এমন ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে ইবাদতও করে এবং সগীরা-কবীরা সব গুনাহেও লিপ্ত থাকে, বিশেষত সেসব গুনাহে যা গীবতের মত নিকৃষ্ট।

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলো, এক ব্যক্তি প্রচুর ইবাদতও করে আবার প্রচুর পাপাচারেও লিপ্ত থাকে এবং অপর ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং পাপাচারেও কম লিপ্ত হয়, এদের মধ্যে কে উত্তম? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং কম পাপ করে। (তাম্বীহুল গাফিলীন)

তৃতীয়তঃ

প্রতিটি পাপাচারেই ব্যাধি। যে ব্যাধির প্রতিষেধক সম্পর্কে লোকেরা অবহিত সে ব্যাধি কম মারাত্মক। কিন্তু যে ব্যাধির প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি তা অধিক মারাত্মক। তা থেকে নিরাময় লাভ করা দুষ্কর। গীবত এমন একটি রোগ যার প্রতিষেধক মানুষের জানা নেই। কারণ গীবতে যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তা মানুষ অনুমান করতে পারে না।

তাই আমাদের বাকযন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ গীবতের মত ধ্বংসাত্মক গুনাহসহ অধিকাংশ গুনাহ আমাদের মুখের দ্বারা সংঘটিত হয়।

মহানবী (সা) তাঁর জিহ্ববা স্পর্শ করে বলেন:

'এটা এমন একটি অঙ্গ যার সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তির খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন।" (ইবনে মাজা)

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন:

مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلِجَ الْجَنَّةَ . "

আল্লাহ যাকে দু'টি জিনিস থেকে বাঁচাবেন সে জান্নাতের অধিকারী হবে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। তা কি?

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেনঃ

ما بين لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ .

"এটা হলো দুই ঠোঁটের মাঝখানের অঙ্গ (জিহ্বা) এবং অপরটি হলো দুই পায়ের মাঝখানের অঙ্গ (যৌনাঙ্গ)।" (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, কোন জিনিসের কারণে মানুষ দোযখে যায়। তিনি বলেন: দুটির অঙ্গের কারণে-'মুখ ও যৌনাঙ্গ'। (ইবনে মাজা)

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেনঃ

لا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَا اللَّه ِإِخْوَانًا

. "তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, গীবত করো না এবং পার্থিব। মোহে বিভোর হয়ে পড়ো না। আল্লাহর বান্দাগণ। তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে। যাও।" (হাকেম, অধ্যায়-কিতাবুল বির ওয়াস-সিলাহ)

গীবতের কাফ্ফারা

নিজের বাকশক্তিতে সংযত রাখা মানুষের কর্তব্য। তাহলে সে গীবতে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে এবং তার ঈমান, আমল ও আখেরাত বরবাদ হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। সতর্কতা অবলম্বনের পরও যদি গীবত হয়ে যায়, তবে সাথে সাথে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নিকট তওবা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। অনন্তর যার গীবত করা হয়েছে, অকপটে তার নিকটও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কারণ গীবত এমন একটি অপরাধ যেখানে আল্লাহর অধিকারও ক্ষুন্ন হয় (তাঁর ক নির্দেশ লংঘিত হয়) এবং বান্দার অধিকারও ক্ষুন্ন হয়। এজন্য আল্লাহর নিকট তওবা করার সাথে সাথে বান্দার নিকটও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। বান্দা ক্ষমা করলে তবেই শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।বিচার হইবে, তখন তোমাদের এই ছোট গোনাহগুলিই হাজ্জাজের বড় বড় গোনাহের মোকাবেলায় কঠিন আজাবের কারণ হইতে পারে। গীবতের কাফ্ফারা গীবতকারীর কর্তব্য হইল, নিজের কৃতকর্মের জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হইয়া তওবা করা এবং যাহার গীবত করা হইয়াছে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। এইভাবেই আল্লাহর হক ও বান্দার হক হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে। ক্ষমা চাওয়ার সময় কেবল মুখে ক্ষমার শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেই চলিবে না, বরং আন্তরিকভাবেও অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইতে হইবে। অর্থাৎ অন্তরে অনুতপ্ত না হইয়া কেবল মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা, ইহা সুস্পষ্ট 'রিয়া'। এই ক্ষেত্রে তাহার উদ্দেশ্য থাকে- লোকেরা যেন এই ক্ষমা প্রার্থনার দৃশ্য দেখিয়া তাহাকে পরহেজগার মনে করিতে থাকে। অর্থাৎ গীবতের অপরাধ তো পূর্ব হইতেই বিদ্যমান আছে, এখন উহার সহিত 'রিয়া' যুক্ত হইয়া দ্বিগুণ গোনাহের কারণ হইল। তো শয়তান এইভাবেই মানুষকে নেক আমলের ছুরতে বদআমলে জড়াইয়া ফেলে। এদিকে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তির গীবত করা হয় সেই ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাওয়া জরুরী নহে। বরং তাহার জন্য

মাগফেরাতের দোয়া করাই যথেষ্ট। প্রমাণ হিসাবে তিনি হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখ করেন-

كفارة من اغتبته أن يستغفره

অর্থাৎ- "তুমি যাহার গীবত করিয়াছ তাহার কাফফারা হইল, তুমি তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিবে।"

গীবত ও তার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে কিছু বানী

আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে গীবতকে একটি কঠিন অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং গীবতকারীকে মৃতভুক প্রাণী বলে গণ্য করেছেন। যেমন

আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন:

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ اَحَدُكُم أن يأكل يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه.

"তোমরা পরস্পরের গীবত (অনুপস্থিতিতে দোষচর্চা) কর না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা এটাকে ঘৃণ্যই মনে করবে।" (সূরা হুজুরাত :১২)

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمَهُ وَمَالُهُ وَعَرَضَه.

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রুতে হস্তক্ষেপ করা হারাম।"

রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমান:

لا نحا سَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا. ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا .

"তোমরা পরস্পরকে হিংসা কর না এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর না। তোমাদের কতক যেন অপর কতকের গীবত (অনুপস্থিতিতে দোষচর্চা) না করে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা পরস্পরের ভাই হয়ে যাও।"

রাসূলুল্লা (স.) ফরমান:

إِيَّاكُمْ وَالْغَيْبَةَ فَإِنَّ الْغَيْبَةَ الشَّدُّ مِنَ الزِّنَا.

"তোমরা গীবত সম্পর্কে সাবধান হও। কারণ গীবত যেনার চেয়ে মারাত্মক।"

তার কারণ এটাই যে, কোন ব্যক্তি যেনা করার পর আল্লাহর নিকট তওবা করলে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করতে পারে। পক্ষান্তরে যার গীবত করা হয়েছে সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত গীবতকারীর গুনাহ মাফ হয় না।

আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ

"মেরাজের রাতে আমি এমন একদল লোককে অতিক্রম করলাম যারা নিজেদের নখ দ্বারা নিজেদের মুখাবয়ব ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি জিব্রাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বলেন, এসব লোক গীবত করত এবং মানুষের ইজ্জত-আব্রু নিয়ে টানাটানি করত।"

হযরত সুলায়মান ইবনে জাবির (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বললাম, আমাকে উত্তম কিছু বলে দিন যা দ্বারা আমার উপকার হতে পারে। তিনি বললেন: কোন উত্তম বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান কর না, তা তোমার বালতি থেকে পিপাসার্তের পাত্রে পানি ঢেলে দেয়ার কাজেই হোক না কেন। আরো বলেন, তোমার মুসলমান ভাইয়ের গীবত কর না।

বারাআ ইবনে আযেব (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স.) এত উচ্চস্বরের খোতবা (ভাষণ) দেন যে, বাড়িতে অবস্থানরত মহিলারাও তা শুনতে পায়। ভাষণে তিনি বলেন:

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِقَلْبِهِ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَتَهُمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبِعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَّبَعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحَهُ فِي جَوْفِ بَيْتِه .

"হে উপস্থিত জনতা। যারা বাচনিক ঈমান এনেছে কিন্তু আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি, তোমরা মুসলমানদের গীবত কর না তাদের গীবত করতে উদ্যত হয়ো না। কারণ যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের গীবত করতে উদ্যত হয়, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করতে উদ্যোগী হন এবং আল্লাহ্ যাকে অপদস্থ করতে উদ্যোগী হন তাকে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যেই বেইজ্জত করেন।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেনঃ

طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاس. ِ

"সুসংবাদ সে ব্যক্তির জন্য যাকে তার নিজের দোষত্রুটি অপরের দোষত্রুটি বর্ণনা থেকে বিরত রাখে।" (বায্যায়) দোষ-গুণেই মানুষ। যে ব্যক্তি নিজেকে সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত মনে করে তার মত বড় আহাম্মক আর কেউ নেই।

খুব কম লোকই ক্রোধ সংবরণ করতে পারে। ক্রোধের কারণে মানুষ দোযখে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: إِنَّ لِجَهَنَّمَ بَابًا لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا مَنْ شَعَى غَيْضَهُ بِمَعْصِيَةِ الله تعالى

- "দোযখের একটি বিশেষ দরজা রয়েছে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করে সে এ দরজা দিয়ে দোযখে প্রবেশ করবে।" সহকর্মীদের বা বন্ধুদের দেখাদেখি অনেক সময় মানুষ অপরের গীবতে লিপ্ত হয়।
অর্থাৎ সঙ্গদোষে মানুষ একটি মারাত্মক পাপ কাজ করে নিজের আমলনামাকে পাপে পূর্ণ করে। পাপ থেকে এবং দোযখ থেকে বাঁচার জন্য এ জাতীয় অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হবে।
মহান আল্লাহ্ তাজালা বলেন।

وان الله إن الله َكَان ِعَفُورًا رَحِيت

"আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়' (সূরা নিসা ৪:১০৬)

উপসংহার

আল্লাহ বলেন:

وَمَن تَعْمَل ْسُوا أَو ْيُظْلِم ُنَفْسَه ُثُم َّيَسْتَغْفِر ِاللَّه َيَجِد َالله ومي عفُورا ًرَّحِيمًا

. "কেউ খারাপ কাজ করে বসল বা নিজের উপর যুলুম করল, এরপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও দয়াকারী হিসেবেই পারে।" (সূরা নিসা: ১১০)

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন:

وَإِنِّي لَاسْتَغْفِر ُالله َفِي الْيَوْم ِمِائَة َمَرَّة. ٍ

"নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর নিকট দৈনিক একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা করি।" (মুসলিম)

وَاللَّه ِإِنِّي لَاسْتَغْفِر ُالله َوَأَتُوب ُإِلَيْه ِفِي الْيَوْم ِأَكْثَر َمِن َسَبْعِين مرة .

"আল্লাহর শপথ। আমি অবশ্যই প্রতিদিন আল্লাহর নিকট সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তাওবা করি।" (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমান

قَال َرَسُول ُاللَّه ِصَلَّى الله ُعَلَيْه ِوَسَلَّم َمَن ْلَزِم َالْاسْتِغْفَار َجَعَل َاللَّه ُلَه ُ:
مِن ْكُل ِّضَيْق ٍمُخْرَجًا وَمِن ْكُل ِّهَم ٍّفَرَجًا وَرَزَقَه ُمِن ْحَيْث ُلَا يَحْتَسِب . ْ
"

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেনঃ যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে (আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ে), আল্লাহ্ তাকে প্রতিটি কষ্টকর অবস্থা ও প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ করে দিবেন এবং তাকে তার অকল্পনীয় উৎস থেকে রিযিক দান করবেন।" (আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন। কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত বাক্যে আল্লাহর নিকট জন্য প্রার্থনা করলে তিনি তার গুনাহসমূহ মাফ করেন, এমনকি তা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের মত মারাত্মক গুনাহ হলেও।

اسْتَغِفِرُ الله الذي لا اله الا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم وَاتُوب اليه

"আস্তাগফিরুল্লাহায়াযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি।"

"আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং আমি আঁর নিকট তাওবা করি।" (আবু দাউদ, তিরমিযী

সহকর্মীদের বা বন্ধুদের দেখাদেখি অনেক সময় মানুষ অপরের গীবতে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ সঙ্গদোষে মানুষ একটি মারাত্মক পাপ কাজ করে নিজের আমলনামাকে পাপে পূর্ণ করে। পাপ থেকে এবং দোযখ থেকে বাঁচার জন্য এ জাতীয় অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হবে। পরচর্চার সূত্রপাত হবার আরো যেসব কারণ রয়েছে সেসব সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা পরিত্যাগ করতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থ

গীবত

ইমাম গাযালী (র)

সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র)

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

গীবত বা পরনিন্দা

সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখনভী (র)

গীবত ও তওবা

গীবতের ভয়াবহ পরিণতি, গীবত থেকে বাঁচার

উপায় ও তওবা করার পদ্ধতি

সম্পাদনা

সংকলনে

মোহাম্মাদ ইমাম হোসাইন কামরুল |

শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুবারক আলী

চোগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ

পরিণতি এবং প্রতিবেশীর হারু

খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহ.)

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী

গীবত

ভয়াবহ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায়

মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক

কবীরা গুনাহ ও গীবত

ইমাম আয্ যাহাবী(রহঃ)

আল্লামা সাইয়্যিদ আবদুল হাই লাখনুভী (রাঃ)

গীবত ও পরনিন্দা

মুফতি তাকি উসমানি